



প্রাক্তন
মুখ্যমন্ত্রীর
বিজেপি ত্যাগ
টিকিট না পেয়ে
কর্ণাটকের প্রাক্তন
মুখ্যমন্ত্রী শেট্টার
দল ছাড়লেন।
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

পোকায়
খেলা
যুক্তরাষ্ট্রে
কয়েদিকে
জীবন্ত খেলা
ছারপোকা ও
পোকামাকড়
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৮৭ সংখ্যা □ ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ □ ৩ বৈশাখ ১৪৩০ □ সোমবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 187 • 17 April, 2023 • Monday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

ইসি থেকে অরুণের অপসারণ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে এডিআর

গোয়েল শুধু মাত্র সরকারের ইয়েস ম্যান

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : নির্বাচন কমিশনারের (ইসি) পদ থেকে অরুণ গোয়েলের অপসারণ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থের মামলা করেছে নির্বাচনী সংস্কারের কাজে যুক্ত সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)। তাদের হয়ে মামলা লড়াইছেন বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। মামলার শুনানির দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। তবে শীর্ষ আদালত মামলাটি গ্রহণ করেছে। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, গোয়েল শুধু মাত্র সরকারের ইয়েস ম্যান হওয়ায় অমন গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁকে বসিয়েছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। এরফলে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গোয়েলকে নির্বাচন কমিশনার করা নিয়ে আগেই মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় সরকার জানায়, যে চারজন অফিসারের প্যানেল থেকে গোয়েলকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে তাঁর বয়সের কারণে বেশিদিন কমিশনে থাকার সুযোগ রয়েছে। সেই কারণে তাঁকে বেছে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকা কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্থার মন্ত্রক। এডিআরের হয়ে মামলায় প্রশান্ত ভূষণ আদালতে বলেছেন, গোয়েল ১৯৮৫ সালের ক্যাবারের আইএএস। ওই বছর আরও ১৬৫জন অফিসার

আইএএসের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেরই বয়স গোয়েলের থেকে কম। ফলে তাঁদের বাছা হলে অনেক বেশি দিন ওই অফিসারেরা কমিশনে থাকতে পারতেন। ভূষণের বক্তব্য, আসলে যোগ্যতা নয়, অরুণ গোয়েলকে নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে তিনি সরকারের আস্থাভাজন বলে। যে কারণে মাত্র একদিনের নোটিসে তিনি চাকরি থেকে আগাম অবসর নিয়ে কমিশনে যোগ দিয়েছেন। এমন নজির নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে নেই। প্রসঙ্গত, গোয়েলের নিযুক্তি নিয়ে আগে হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টও তাঁকে তড়িঘড়ি নিয়োগ করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। কারণ, ওই অফিসারকে নিয়োগের আগে প্রায় নয় মাস নির্বাচন কমিশনারের পদটি ফাঁকা ছিল। আদালতও প্রশ্ন তোলে গোয়েলের কি এমন যোগ্যতা আছে যে নির্বাচন কমিশনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ এতদিন ফাঁকা রেখে একজন অফিসারকে আগাম অবসর নিিয়ে নিয়োগ করা হল। তবে ওই মামলায় আদালত চূড়ান্ত রায় দেওয়ার আগে গোয়েল কমিশনার পদে যোগ দেন। পরে আদালত আর মামলাটি নিয়ে অগ্রসর হতে চায়নি। এবার মামলা করলে এডিআর, নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে যে সংস্থার গুরুত্ব অনেক বেশি।

রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ থেকে ছুটি

স্টাফ রিপোর্টার : অভ্যধিক গরমের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গ্রীষ্মকালীন ছুটির ঘোষণা করা হয়েছিল সরকারের তরফে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২ মে থেকে গ্রীষ্মের ছুটি পড়ার কথা। তবে অনেক মহলেই প্রশ্ন ওঠে, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ বইছে এখন। এই আবহে গ্রীষ্মকালীন ছুটি এগিয়ে নিয়ে এসে লাভ কী? এই পরিস্থিতিতে এবার সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, আগামী চারদিন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আগামী ৬ দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করবে সরকার।

প্রসঙ্গত, কলকাতায় শেষবার বৃষ্টি হয়েছিল গত ১ এপ্রিল। দক্ষিণবঙ্গের বাকি অংশ শেষবারের মতো বৃষ্টি দেখেছিল ২ এপ্রিল। এরপর থেকে বিগত দুই সপ্তাহ ধরে তীব্র দাবদাহে পুড়েছে বাংলা। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে। এদিকে উত্তরবঙ্গে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও সেখানে অনেক গরম। স্বাভাবিকের ওপরে তাপমাত্রা রয়েছে সেখানেও। বৃষ্টি হচ্ছে না উত্তরবঙ্গের কোথাও। এই আবহে গ্রীষ্মকালীন ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে গোটা রাজ্যে। এদিকে সাধারণত ২৪ মে থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শুরু হয় গ্রীষ্মকালীন ছুটি। তবে এবছর এই ছুটি পড়বে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ২ মে থেকেই।

এদিকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে বলে শিক্ষা দফতর। এই আবহে গরমের ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইসিএসই বোর্ড। তবে আইসিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিতে কবে থেকে ছুটি পড়বে তা এখনও জানা যায়নি। অপরদিকে সরকারি স্কুলের ছুটিও কবে পর্যন্ত চলবে, তা জানানো হয়নি। প্রাথমিকভাবে স্কুলের যে ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে ২৪ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে স্কুলশিক্ষা দফতর নতুন যে নির্দেশিকা জারি করেছে, তাতে এটা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে কতদিন গরমের ছুটি চলবে। এরই মধ্যে তীব্র গরমের জন্য আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামীকাল ১৭ এপ্রিল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। ১৮ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাকেরা করবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

রাজ্য জুড়ে পদযাত্রার আহ্বান সিপিআই'র অবিলম্বে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে সর্বশক্তিতে মাঠে নেমে পড়তে হবে

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামস্তর পর্যন্ত বামফ্রন্টগত বোঝাপাড়ার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি কোন কোন ধর্মনিরপেক্ষ দল তৃণমূল ও বিজেপিকে হারাতে গ্রামস্তর পর্যন্ত বোঝাপড়া করে লড়াই করতে চায় সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেবে সিপিআই। ভূপেশ ভবনে শনিবার ও রবিবার দু'দিনের রাজ্য পরিষদের বৈঠকের শেষে সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি রবিবার একথা জানান। তিনি বলেন, ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ মে রাজ্য জুড়ে বৃথ স্তরে সিপিআই-এর পদযাত্রা হবে। এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। একদিকে যেমন জনসংযোগকে গভীর করা হবে,

অন্যদিকে 'বিজেপি হঠাৎ দেশ বাঁচাও', 'তৃণমূল হঠাৎ বাংলা বাঁচাও' স্লোগান জোরদার করা হবে। একদিকে বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক নীতি ও বিভাজন, বহুত্ববাদ ও পরম্পরা অস্বীকার, বেসরকারিকরণ, দেশকে কর্পোরেটের দিকে ঠেলে দেওয়া, বিজেপি'র জনবিরোধী নীতির কথা যেমন মানুষের কাছে বলা হবে, অন্যদিকে তেমনি রাজ্যের



শনি ও রবিবার ভূপেশ ভবনে দু'দিনব্যাপী সিপিআই রাজ্য পরিষদ সভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা। মধ্যে দুই কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য পল্লব সেনগুপ্ত ও কেনারায়ণা। ফটো : দিলীপ ভৌমিক

তৃণমূল সরকারের বে-আইনি নিয়োগ সহ লাগামহীন দুর্নীতি, আবাস যোজনার দুর্নীতি, তৃণমূলের স্বৈরাচারী নীতি মানুষকে জানানো হবে, অবাধ, সূষ্ঠা ও নিরপেক্ষ পঞ্চায়েত নির্বাচন করার। এদিন শ্রী ব্যানার্জি বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত কখনও এককভাবে, কখনও বামফ্রন্টগতভাবে দুই সরকারের

জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রচার করা হবে। দু'দিনের এই রাজ্য পরিষদ সভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি. রাজা, দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পল্লব সেনগুপ্ত ও কে নারায়ণ। এদিন ডি. রাজা বলেন, দলের জাতীয় স্বীকৃতি হারালেও তাতে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই-

আন্দোলন করতে হবে। আমরা এনিমে ঘুরে দাঁড়াবো। পশ্চিমবঙ্গেও দল তার লড়াই-আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে। তিনি বলেন, যে যোগ্যতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম কারণে এই স্বীকৃতি বাতিল হয়েছে। আগামী দিনে বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে। তাতে আমাদের ক্ষতিপূরণ করার সুযোগও আছে এবং চেষ্টাও করব।

যোগীর রাজ্যে পুলিশ বেষ্টিনীতে আতিক হত্যায় বিরোধীরা সরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, লখনউ, ১৬ এপ্রিল : পুলিশ পরিবৃত্ত অবস্থায় ও দূরদর্শনের ক্যামেরার সামনে দুই দুর্বৃত্ত আতিক আহমেদ ও তার ভাইকে হত্যার ঘটনায় এখনও কোন পুলিশকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই দেশের বিরোধী দলগুলির আক্রমণের মুখে যোগী সরকার। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এদিন প্রতিটি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন। এই ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেই প্রয়াগরাজের কতগুলি বিশেষ জায়গায় ইন্টারনেট ব্যবস্থা অল করে রাখা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পূর্ণ ঘটনা

জানিয়ে দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। এদিকে সমাজবাদী দলের নেতা অখিলেশ যাদব বলেছেন, নিন্দা করার কোন ভাবাই নেই। পুলিশ বেষ্টিনীর মধ্যেও কীভাবে গুলি চালায় অপরাধীরা। রাজ্যের সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। ইচ্ছাকৃতভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। আবার সাংসদ কম্পিল সিংহাল বলেছেন, এদিনের ঘটনায় মোট তিনটি মৃত্যু হয়েছে। আতিক, আসিফের পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলাও।

আতিক তার ভাই ছিলেন পুলিশ হেফাজতে। শনিবার রাতে আতিককে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যে হাসপাতালে

নিয়ে যাওয়ার পথে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে তিন দুর্বৃত্ত এসে তাদের খুব কাছ থেকে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত দু'দিন আগে পুলিশের সঙ্গে তথাকথিত সংঘর্ষে মৃত্যু হয় আতিক পুত্র আসিফের। সেইসময় সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদব বলেছিলেন এই সংঘর্ষের ঘটনা সাজানো। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ সত্ত্বেও তার পুনরাবৃত্তি হল শনিবার।

সাংবাদিকবেশী যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা বলেন, লাভলেশ ২ পৃষ্ঠায় দেখুন



নিহত প্রাক্তন সাংসদ, খুনীদের দুজন এবং অকুস্থলের কোলাজ। ফটো : এনডিটিভি'র সৌজন্যে

কর্মীদের বাড়তি সময় কাজ করাবেন না রেলকে কড়া বার্তা কলকাতা হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : যাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে আগে বহু প্রশ্ন উঠেছিল। তারপরও রেল কর্মীদের অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু অভিযোগ উঠলেও একই ঘটনা ঘটেই চলেছিল। তাই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন কয়েকজন রেল কর্মী। এবার তা নিয়ে কড়া বার্তা রেলকে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আর তার কারণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রেল কর্মীরা। জেরে ওয়ার্কিং আওয়ার্সের বেশি সময় কাজ করানো উচিত নয় কর্মীদের বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

এদিকে ওয়ার্কিং আওয়ার্সের বেশি সময় কাজ কর্মীদের অবসাদের কারণ হতে পারে বলে মনে করেন বিচারপতিরা। রেলকর্মীরা এই সমস্যা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই বিচারপতিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ জানান। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি

হিরণ্যায় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বলেন, আশা করছি কলকাতা হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ মাথায় রাখবেন রেল কর্তৃপক্ষ। আর তাই তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। এমনকি নিশ্চিত করবেন কর্মীরা যেন বরাদ্দ সময়ের বেশি কাজ না করেন। পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশনে কর্মীদের অতিরিক্ত কাজ করানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগকে নিয়ে ২০২১ সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন রেলকর্মীরা। এই কর্মীদের মধ্যে বেশিরভাগই ট্রেনের সিগন্যাল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগ, এই কর্মীদের কাজের সময় ৮ ঘণ্টা। সেখানে তার থেকে বেশি সময় কাজ করতে হয়। এমনকি ১২ ঘণ্টা কাজও করতে হয়। এমন অনেক কর্মী আছেন যাদের টানা ২৪ ঘণ্টার কাজ করার অভিজ্ঞতাও আছে। কখনও কখনও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কাজের সময় জানিয়ে দেওয়া হয়।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ জানান। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি

তীব্র দহনের মাঝে হলদিয়ায় টর্নেডো

নিজস্ব সংবাদদাতা : গরমের দুপুরে শুনশান রাস্তা। কোথাও কোনও লোকজন নেই। আর এর মধ্যেই ক্ষণস্থায়ী টর্নেডোর সাক্ষী রইল হলদিয়া। থুলা ঝড়ে আতঙ্ক ছড়াল হলদিয়ার সিটি সেন্টার মোড়ের চৌরাস্তা। তবে এর জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। বাংলার ১৪ জেলায় রবিবারও তাপমাত্রা ৪০ ছুঁয়েছে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪০ পেরিয়েছে। সন্ধ্যা হয়েছে তাপপ্রবাহ আর লু। আর এর জেরেই বাংলার জনজীবন জেরবার। এর মধ্যেই হলদিয়ার রাস্তায় আচমকা দেখা মিলল টর্নেডো-র। ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরপাক খেতে দেখা গেল থুলোর মেঘ'কৈ। তবে সেটা ক্ষণস্থায়ী। রাস্তায় যে ক'জন হাতেগোনা লোকজন উপস্থিত ছিলেন তারা পুরো বিষয়টি ক্যামেরাবন্দ করেন। মনে করা হচ্ছে, চড়া রোদে বাতাস মারাত্মক গরম হয়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। চড়া রোদে বাতাস গরম হয়ে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল। আর সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে দ্রুত ছুটে আসছিল গরম বাতাস। তখনই এই টর্নেডো সৃষ্টি হয়। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী দু'দিনে অন্তত দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে। একইরকম পরিস্থিতি বজায় থাকবে আরও ২ থেকে তিনদিন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ চলবে। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বা অস্বস্তিকর আবহাওয়া জারি থাকতে পারে স্ক্রুবার পর্যন্ত, এমনই খবর। আপাতত চার-পাঁচদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।



রবিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা বামফ্রন্টের মহামিছিলের একাংশ। (সংবাদ ২ পৃষ্ঠায়)। ফটো : নিজস্ব

প্রকৃতি পরিবেশের ডায়েরি

৫০ ডিগ্রি!!! দায়ী আমরা, আর সরকারের ভুল উন্নয়ন নীতি

প্রসূন আচার্য

আমার স্কুল শিক্ষক বাবা আবহাওয়ার তাপমাত্রা দেখার জন্য ৪২ বছর আগে টিক্কা কোম্পানির থার্মোমিটারটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। সেই সময় আলিপুর হওয়া অফিসেও নাকি এই রকম থার্মোমিটার ছিল। ঘরেই ঝোলানো থাকে এটি। আজ দুপুরে কলকাতার বরানগরের বাড়ির ছাদে রাখার রাখা ১০ মিনিট পরে ঠিক দুপুর ১ টার তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস!

অবশ্যই ছাদের তাপ এবং তার থেকে ওঠা গরম হওয়ার প্রভাব পড়েছে। তাই এতটা বৃদ্ধি। কিন্তু অতীতে কোনও দিন এই রকম তাপমাত্রার কথা ভাবতে পারিনি। যদি ছাদের তাপের জন্য ৫-৬ ডিগ্রি অতিরিক্ত বৃদ্ধির কথা ভাবি, যাকে margin of error হিসেবে ধরা যায়, তাহলেও কিন্তু ৪৪-৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা!!!

ছাদ থেকে নামিয়ে ছাদের ঠিক নিচে দোতলার জানলা দরজা বন্ধ ঘরে থার্মিটারটি রাখার পরেই দ্রুত কমতে থাকে তাপমাত্রা। দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে বন্ধ ঘরের তাপমাত্রা কমে দাঁড়ায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ছাদের ঠিক নিচেই ঘর। পাখা চালালে মনে হচ্ছে আগুনের হস্কা দিচ্ছে! যদি এখানেও margin of error ধরি তবু ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো হবেই!

ছবি কথা বলে। তাই ছবি দুটি দিলাম। মূল কারণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং। ঠিকই। আমার বন্ধু অতীক মিত্র জানাল, গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনের

তাপমাত্রা ছিল ৪ ডিগ্রি। কিন্তু হঠাৎ করে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ ডিগ্রি। আমার ছোট ছেলে পৃথ্বীরাজ বেড়াতে গিয়েছে। গতকাল হিমাচলের ডালহৌসিতে ছিল। বললো, সরোবর, রবীন্দ্র সদনের মতো বাবা টি শার্ট পরেই চলে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা নেই।

কিন্তু কলকাতার তাপমাত্রা সেইসঙ্গে কলকাতার বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়নের ভুল দক্ষিণে বেহালা বজবজে

কলকাতার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়নের ভুল ভাবনাও দায়ী। আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কলকাতাকে লন্ডন বানাবেন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে কলকাতা নগরী এবং আশপাশের ৩০টি পুরসভার সৌন্দর্য বৃদ্ধির মেকি উন্নয়ন করতে গিয়ে সবার আগে আমরা মাটি ঢেকে দিয়ে কংক্রিট করে দিয়েছি। বাঁধিয়ে দিয়েছি এখনও বেঁচে থাকা জলাশয় বা পুকুরের পাড়। পার্কগুলিতেও মাটি বুজিয়ে কংক্রিট বা পেভার ব্লক বসিয়ে দিয়েছি। যাতে বর্ষার দিনেও মানুষ মর্নিং ওয়াক করতে পারে। এমনকি রবীন্দ্র সরোবর, রবীন্দ্র সদনের মতো জায়গাতেও একই কাজ করেছি।

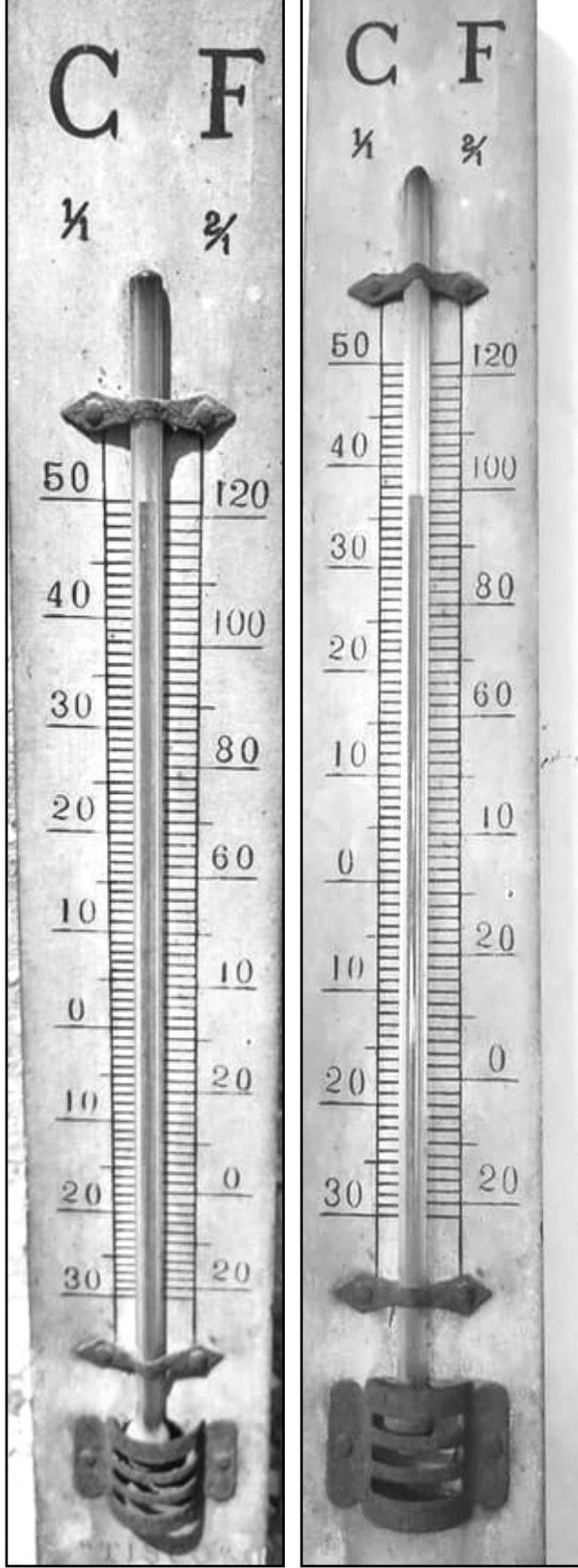
ভাবনাও দায়ী। আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কলকাতাকে লন্ডন বানাবেন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে কলকাতা নগরী এবং আশপাশের ৩০টি পুরসভার সৌন্দর্য বৃদ্ধির মেকি উন্নয়ন করতে গিয়ে সবার আগে আমরা মাটি ঢেকে দিয়ে কংক্রিট করে দিয়েছি। বাঁধিয়ে দিয়েছি এখনও বেঁচে থাকা জলাশয় বা পুকুরের পাড়।

পার্কগুলিতেও মাটি বুজিয়ে কংক্রিট বা পেভার ব্লক বসিয়ে দিয়েছি। যাতে বর্ষার দিনেও মানুষ মর্নিং ওয়াক করতে পারে। এমনকি রবীন্দ্র সরোবর, রবীন্দ্র সদনের মতো জায়গাতেও একই কাজ করেছি।

কিন্তু কলকাতার তাপমাত্রা সেইসঙ্গে কলকাতার বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়নের ভুল দক্ষিণে বেহালা বজবজে

কলকাতার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়নের ভুল ভাবনাও দায়ী। আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কলকাতাকে লন্ডন বানাবেন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে কলকাতা নগরী এবং আশপাশের ৩০টি পুরসভার সৌন্দর্য বৃদ্ধির মেকি উন্নয়ন করতে গিয়ে সবার আগে আমরা মাটি ঢেকে দিয়ে কংক্রিট করে দিয়েছি। বাঁধিয়ে দিয়েছি এখনও বেঁচে থাকা জলাশয় বা পুকুরের পাড়।

ভাবনাও দায়ী। আমাদের দিদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কলকাতাকে লন্ডন বানাবেন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে কলকাতা নগরী এবং আশপাশের ৩০টি পুরসভার সৌন্দর্য বৃদ্ধির মেকি উন্নয়ন করতে গিয়ে সবার আগে আমরা মাটি ঢেকে দিয়ে কংক্রিট করে দিয়েছি। বাঁধিয়ে দিয়েছি এখনও বেঁচে থাকা জলাশয় বা পুকুরের পাড়।



কলকাতায় দাবদাহ : ছাদে ৫০° নিচে ৪২°

পাড়ায় পাড়ায় পিচ রাস্তার ধারে যে মাটির দুই ফুট করে ছাড়া থাকতো, ছোটবেলা থেকে দেখেছি, যেখানে গাছ লাগানো হত, সেগুলি ঢেকে দিয়েছি কংক্রিট আর সিমেন্টের রাস্তা দিয়ে। ফলে বৃষ্টির জল আর

অনেকটাই শুষ্ক নিতে পারত। যাকে পরিভাষায় বলে Heat absorb তা আর হচ্ছে না। পুরো তাপটাই বাতাসে ফিরে যাচ্ছে। ফলে সন্ধ্যার পরও গরম কমেছে না। যদিও ঘাম কম হচ্ছে।

দুরারে সরকারের এই ভুল নীতির ফল আজ হাতে নাতে টের পাচ্ছি। প্রবল তাপপ্রবাহ। যা আগে গাঙ্গের কলকাতা বা সিএমডিএ এলাকায় ছিল না! জেনে রাখুন আগামী দিনে প্রতি বছর এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। কারণ, পরিবেশ নিয়ে আমাদের সরকারের কোনো চিন্তাভাবনা নেই। পরিবেশ মন্ত্রীর কোনও ভূমিকা নেই। পরিবেশ দফতর বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কোনও গাইডলাইন নেই। যাঁরা এই বিষয়টি জানেন এবং বোঝেন, তাঁরাও দিদি এবং ভাইপোর মুখের উপর কোনও কথা বলেন না। শুধুই নিজেদের স্বার্থে জো হুঁজুরের ভূমিকা পালন করেন।

সূত্রাং কি বছর এই ধরনের তাপপ্রবাহের জন্য প্রস্তুত থাকুন। এবং এখন থেকে প্রতি বছর এই হিট ওয়েভের জন্য স্কুল কলেজ ছুটি দিতে হবে। নাটুকে শিক্ষামন্ত্রী সেই ভাবেই শিক্ষাবর্ষ তৈরি করুন। আসুন আরও সবুজ ধ্বংস করি : কলকাতায় ২০১১-২০২১ এই ১০ বছরে সবুজ বা ফরেস্ট কভার কমেছে ৬০। ভারতের মেট্রো শহরের মধ্যে সব থেকে বেশি। গাছই একমাত্র সূর্যালোক শোষণ করে পরিবেশ বা বাতাসের তাপমাত্রা কমাতে পারে। সেইসঙ্গে অক্সিজেন দেয়।

২০১৯ থেকে ২০২১ এই দুই বছরে পশ্চিমবঙ্গে বনাঞ্চল কমেছে ৭০ বর্গ কিলোমিটার। অন্য রাজ্যেও কমেছে! ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট ২০২১ এই তথ্য জানিয়েছে। রিপোর্টটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

রাজ্যের বর্তমান বনমন্ত্রী হচ্ছেন দিদির আত্মভাজন

দুরারে সরকারের এই ভুল নীতির ফল আজ হাতে নাতে টের পাচ্ছি। প্রবল তাপপ্রবাহ। যা আগে গাঙ্গের কলকাতা বা সিএমডিএ এলাকায় ছিল না! জেনে রাখুন আগামী দিনে প্রতি বছর এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। কারণ, পরিবেশ নিয়ে আমাদের সরকারের কোনো চিন্তাভাবনা নেই। পরিবেশ মন্ত্রীর কোনও ভূমিকা নেই। পরিবেশ দফতর বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কোনও গাইডলাইন নেই। যাঁরা এই বিষয়টি জানেন এবং বোঝেন, তাঁরাও দিদি এবং ভাইপোর মুখের উপর কোনও কথা বলেন না। শুধুই নিজেদের স্বার্থে জো হুঁজুরের ভূমিকা পালন করেন।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার সবুজ বা ফরেস্ট কভার বাড়ানোর জন্য তিনি দুই বছরে ঠিক কী করেছেন, কেউ জানে না। প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি তৃণমূল থেকে বিজেপি ঘুরে এখন আবার তৃণমূলে। তিনি বন দফতরে অবৈধ নিয়োগ (মমতা ব্যানার্জি নিজেই প্রকাশ্যে এই অভিযোগ করেছিলেন ২০২১ এর ভোটার আগে। এবং সিআইডি তদন্ত শুরু হয়েছিল) ছাড়া

কিছু করেছিলেন কী? অন্তত কলকাতা ও আশপাশের জেলা শহরে সবুজায়ন এর জন্য। সাধারণ মানুষ কিন্তু জানে না। দিল্লি, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, মুম্বাইতে কিন্তু ১০ বছরে সবুজ অনেকটাই বেড়েছে। কমেছে মোদির শহর আমেদাবাদ আর প্রায় ৯ বছর বিজেপি শাসিত ব্যাঙ্গালোরে।

দুরারে সরকারের এই ভুল নীতির ফল আজ হাতে নাতে টের পাচ্ছি। প্রবল তাপপ্রবাহ। যা আগে গাঙ্গের কলকাতা বা সিএমডিএ এলাকায় ছিল না! জেনে রাখুন আগামী দিনে প্রতি বছর এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। কারণ, পরিবেশ নিয়ে আমাদের সরকারের কোনো চিন্তাভাবনা নেই। পরিবেশ মন্ত্রীর কোনও ভূমিকা নেই। পরিবেশ দফতর বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কোনও গাইডলাইন নেই। যাঁরা এই বিষয়টি জানেন এবং বোঝেন, তাঁরাও দিদি এবং ভাইপোর মুখের উপর কোনও কথা বলেন না। শুধুই নিজেদের স্বার্থে জো হুঁজুরের ভূমিকা পালন করেন।

অর্থাৎ এই একটা ব্যাপারে বিজেপি এবং তৃণমূল একই জায়গায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অন্তত তাই বলছে। কলকাতায় বিগত ৫৬ দিন ধরে প্রবল তাপপ্রবাহ চলছে। দিনে ৪০ ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রা। রাত ৯টার সময়েও ৩৩.৩৪ ডিগ্রি। সবুজ কভার ২০১১-এর মত একই থাকলে বা বাড়লে কিন্তু নিঃসন্দেহে কলকাতার তাপমাত্রা এত বেশি হত না। বাকি বিচারের ভার আপনাদের উপরে। সবুজ ধ্বংস করবেন, নাকি গাছ লাগাবেন। (প্রতিবেদকের ফেসবুক পোস্ট থেকে সংগৃহীত)

প্রায় তিন বছর ধরে সারা বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ কোভিড মহামারির সঙ্গে যুঝে চলেছেন। এর পাশাপাশি সহযোগী শক্তি হিসেবে জীবন বাজি রেখে কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করে চলেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ও কিছু সংগঠনগত ভাবেও অনেকেই এই মহামারির বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। আমরাও সাধারণ মানুষ হিসেবে অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। এক শ্রেণির অতি অসচেতন মানুষ বেপরোয়া ভাবে সমস্ত বিধিনিষেধকে অমান্য করছে। বিশেষ করে যে কোনো নির্বাচন, যে কোনো ধর্মীয় উৎসব, মেলা, খেলা, রেশনের দোকান, বাস, ট্রেন, ট্রাম, অটোরিকশা, টোটো, হাট, বাজার, চা-এর দোকানসমূহে কোভিড বিধিকে অমান্য করার প্রবণতা বেশি।

গণপরিবহণ বিশেষ করে বাসযাত্রীদের একটি বড় অংশ, বাস কন্ডাক্টর, ড্রাইভাররা মনে করছেন কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধ তাদের জন্য নয়। তারা

যেন নিয়ম কানুনের উল্লেখ। কলকাতার যে কোনো চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, সজ্জি, ফুটপাথের দোকান, হকার, হোটেল, রেস্তোরাঁসমূহে যুক্ত মানুষ দিনের পর দিন কোভিড বিধি অমান্য করে যাচ্ছে। ট্রেনেও বেশ কিছু মানুষ ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে মাস্ক খুলে ফেলছেন। ট্রেন হকাররা তো কোনো নিয়মই মানছেন না। গণপরিবহণ বাস, ট্রেন, অটো, ট্যাক্সিতে কোনো ধরনের স্যানিটাইজেশন কোনোদিন হয় বলে তো মনে হয় না। লরি, ম্যাট্রাডোর, ছোট মালবাহী গাড়ি ও রিকশা ড্যানচালকদের মধ্যে মাস্ক বা স্যানিটাইজার বিষয়গুলি অস্পৃশ্য। অথচ এই সব মানুষেরাও আমাদের সকলের সঙ্গে মিশে আছেন সহ নাগরিক হিসেবে। প্রত্যেকের সঙ্গেই আমাদের সামাজিক যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। আমাদের সকলের অজান্তেই একে অপরকে সঙ্গে মারণ ভাইরাস বিনিময় করে চলেছি।

কোভিড ও গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থা

আমির উল হক



কটা সাধারণ মানুষের এই ব্যয় বহন করবার ক্ষমতা আছে? মহামারিজনিত পরিস্থিতিতে ডাক্তারবাবুদের ভিজিট (ফি), টেস্ট ইত্যাদির খরচ ও ওষুধের দাম কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে? সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন? সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল মানুষ হাসপাতালে বেড না পেয়ে একের পর এক হাসপাতাল থেকে ফিরে যাচ্ছেন। অন্যান্য সাধারণ ও জটিল

অসুখের চিকিৎসার চাপ তো আছেই। এই পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে যদি সচেতনতা না আসে, সুস্থ থাকবার প্রয়োজনীয়তা যদি উপলব্ধ না হয়, তাহলে আমরা এক চরম পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছি। মানবসভ্যতা আজ বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমরা সতর্ক ও সচেতন না হলে সামনে সমুহ বিপদ।

আজ অনেকেই কথায় কথায় ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দিচ্ছেন, খুব ভালো ও সঠিক পরামর্শ। আজ যে কোন ছোট বা মেজ সেজ ডাক্তারবাবুকে দেখানো কতটা কঠিন তা নিশ্চয় সকলের অভিজ্ঞতায় আছে। নাম লেখানো, নাম কনফার্ম করা, টাকা জমা দেওয়া, তার পরে সারাদিন ধরে অপেক্ষা। যদি দয়া করে ডাক্তারবাবু একটু দেখেন। আমি অনেক ডাক্তারবাবু জানি, যাদের করোনাকালের আগে ফি ছিল মাত্র ১০০ টাকা, তারা এখন ৩০০, ৪০০, ৫০০ বা তারও বেশি টাকা নিচ্ছেন। ৫০০-১০০০ টাকা আগে জমা দিতে হবে, নাহলে ডাক্তারবাবুর সামনে পৌঁছানো সম্ভব নয়। টেস্টের রিপোর্ট দেখাতে গেলেও টাকা দিতে হবে। ফোন-এ কথা বলবার মত সৌভাগ্য কজনদের হয়? আবার ফোন এ কথা বলে পরামর্শ নিলেও টাকা। অসহায় অসুস্থ মানুষের কাছে কি অডেল টাকা থাকে? ডাক্তারবাবুদের এত এত

ডাক্তার কী সতি প্রয়োজন আছে? একটা কথা আগে শোনা যেত-- উনি আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। আগে রাত-বিরেতে যে কোন সময় ঐ তথাকথিত পারিবারিক ডাক্তারবাবুরা অসুস্থতার খবর পেলেই গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে সঙ্গে ওষুধের ব্যাগপত্র নিয়ে রোগীর বাড়ি ছুটতেন। পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, মোটরবাইকে এমনকি রোগীর বাড়ি লোকের সাইকেলের পেছনে চেপে বা গরুর গাড়ি চেপেও ডাক্তারবাবুরা রোগী দেখতে যেতেন। বাংলা সাহিত্যের অনেক গল্প-উপন্যাসেও এই রকম ডাক্তারবাবুদের দেখা যেত। আমাদের গ্রাম এলাকায় এরকম ডাক্তারবাবুরা ছিলেন। মনে পড়ে আমাদের আখেরিগঞ্জ (ভগবানগোলা) এলাকায় ডাক্তার অমলকুমার দাস। তিনু ডাক্তার নামেই তার ব্যাপক পরিচিতি ছিল। কারও অসুস্থতার খবর পেলেই সাইকেল নিয়ে ছুটতেন। পরবর্তীকালে দেখেছি একটা

রাজদুত মোটরবাইকে করে তিনি রোগী দেখতে যেতেন। আমাদের পাশের গ্রামে ছিলেন ডাক্তার হাসান আলী। হাসেন ডাক্তার নামেই বহুল পরিচিত। হাসেন ডাক্তার সারা জীবন সাইকেলে চেপেই রোগী দেখতে যেতেন। এলাকার ধীরেন ডাক্তার, গোপাল ডাক্তার, ধুলো ডাক্তার, মাখনলাল রায় ঘটক, একরাম উল হক, আব্দুর রউফ, উপেন ডাক্তার, মীর আব্দুল বারী, সাদেক আলি, সৈয়ব আলি সরকার, সাদরুল ডাক্তার, আলি ডাক্তার, কুদ্দুস ডাক্তার, আলতাফুর রহমান, জাহাঙ্গীর প্রমুখরা রোগী দেখতেন বা এখনও দেখেন। এদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত। এলাকার কোনো রোগী এদের কাছ থেকে ফিরে যেতো না। টাকা পয়সার ও তেমন কোনো চাহিদা ছিল না। এলাকার যে কোনো মানুষের অসুখ হলেই এই সব গ্রামীণ চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলতেন। এদের মধ্যে এখনো যারা জীবিত ও গ্রামীণ চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত আছেন তারাও পূর্বসূরীদের ধারা বজায় রেখেছেন।

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৮৭ সংখ্যা ৩ বৈশাখ ১৪৩০ সোমবার

গান্ধিজির আশংকাই অবশেষে সত্য হল

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, রক্তপাত এবং তিক্ততার ভয়ংকর প্রকাশ গান্ধিজিকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল এই বিষাক্ত মনোভাব ভারতের এতদিনের বহমান সম্প্রীতির সংস্কৃতিকে আঘাত করবে এবং ভবিষ্যতে ইতিহাসের পাঠক্রম থেকে মুসলিম আমলকেই বাদ দিয়ে দেবে।

আর এমনটাই ঘটেছে এনসিইআরটির স্থূল পাঠ্যের সিলেবাসে যা নিয়ে এখন বিতর্ক তুঙ্গে। ১৯৪৭-এ হরিজন পত্রিকায় তাঁর ‘নতুন বিশ্ববিদ্যালয়’ শিরোনামের প্রবন্ধে তিনি লিখলেন হিন্দু মুসলিম বিরোধের তীব্রতা ভারতবাসীর জীবনে ভয়ংকর ক্ষতিকারক পরিণতি ঘটাবে এবং সেই ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া দ্বারা শিক্ষা ও ইতিহাস ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গান্ধিজি আরও লিখলেন, ‘যদি আমরা মুসলিম আমলকে নিশ্চিহ্ন করার নিরর্থক প্রয়াস করি, তাহলে আমাদের তুলে যেতে হবে যে দিল্লিতে একটি শক্তিশালী জামা মসজিদ ছিল যা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। অথবা আলিগড় একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, বা আগ্রায় তাজ ছিল যেটি বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি, অথবা মুঘল আমলে নির্মিত বিশিষ্ট শিল্পকলা, সৌধ ও নানাবিধ বিখ্যাত ভাস্কর্য। ৭৫ বছরের স্বাধীনতার অমৃতকাল বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করা হয়েছে, আর সেই অমৃতকালেই এনসিআরটি দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে মুঘল আমলের একটা সম্পূর্ণ অধ্যায় বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুছে ফেলা হয়েছে বাবর, হুমায়ুন, শাহজাহান, আকবর, জাহাঙ্গীর, আওরঙ্গজেব-এর কৃতিত্বকে, বিশেষ করে এই সব শাসকদের আমলে শিল্প, স্থাপত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে অপূর্ব সংস্কৃতির উন্মেষ হয়েছিল সেগুলিকেও বাতিল করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামও মুছে দেওয়া হয়েছে।

অবশ্যই এর পিছনে এনসিইআরটি যে যুক্তি দিয়েছেন তা হাস্যকর, বলা হচ্ছে কোভিডের কারণে পড়ুয়াদের পড়ানোয় ক্ষতি ও পড়ুয়াদের উপর পাঠক্রমের বোঝা কমানোর জন্য এইসব ‘অপ্রয়োজনীয়’ অংশ তুলে দেওয়া হল। আরও উল্লেখ্য গান্ধিজির হত্যাকারী ‘ধর্মদ্বন্দ্বিতা’ এই শব্দ তুলে দিয়ে ঐ পুরো চ্যাপ্টার যেখানে আরএসএস-কে নিষিদ্ধ করার বিষয় ছিল সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে।

ইতিহাসের এই ইচ্ছাকৃত বিকৃতি শুধু একটা কারণে, ক্রমশই দেশটাকে হিন্দুত্ববাদীর আখড়া করে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

হিন্দু, মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থানের মাধ্যমে ভারতে যে অসামান্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাকেই ধ্বংস করা যা আর এস এস-বিজেপির দীর্ঘদিনের এজেন্ডা তাকেই বাস্তবায়িত করা।

তার মনে সরকারি মদতে বিদ্বেষ চলবে।

গান্ধিজি সবশেষে লিখেছেন ‘শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব, জীবনযাপনের পদ্ধতি- সংস্কৃতির এক সুন্দর মিশ্রণ তৈরি করেছে। আর এটাই ভারতবর্ষ। সত্যি এটাই ভারতবর্ষ।’

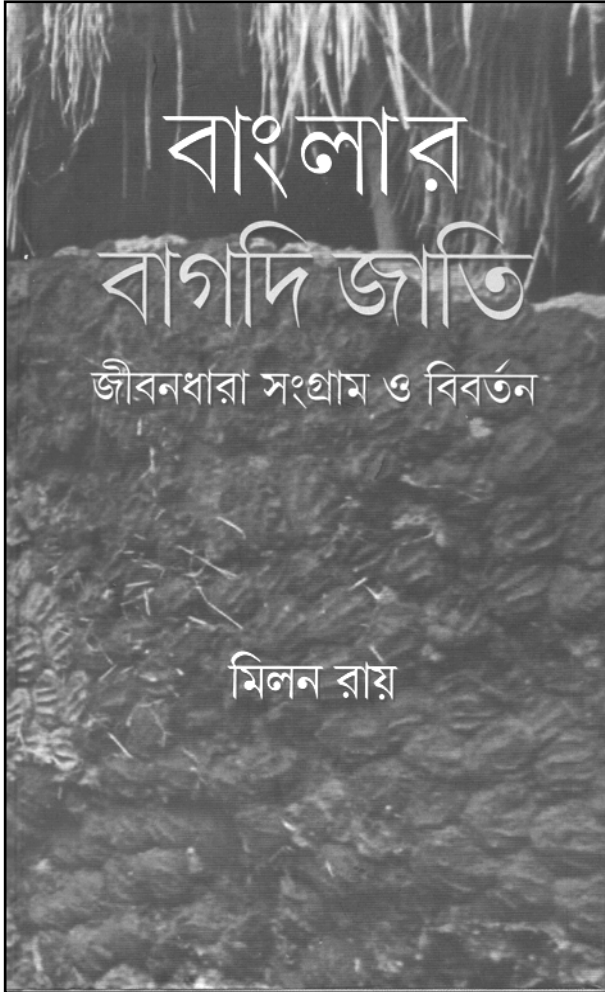
৪৭-এর দাঙ্গা গীড়িত ভারবর্ষের যেখানে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে গান্ধিজি ছুটে গেছেন, অনশনে বসেছেন, দাঙ্গা বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে মরতে হল স্বাধীন ভারতের মাটিতে হিন্দুত্ববাদী নাথুরাম গডসের হাতে। আজ তারাই ক্ষমতায়। যতই ইতিহাসে এই ঘটনা চোখে দেওয়ার চেষ্টা হোক না কেন এটাও সত্য। আজ ১৪৩০। গান্ধির হত্যাকারীরা আজ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আজও তাদের ক্ষমা নেই মানুষের মনে। যতই তারা ইতিহাস বিকৃত করুক না কেন, সত্যকে তুলে ধরা আমাদের কাজ। ভারতের শতাব্দী বাহিত সুন্দর মিশ্রিত সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং ক্রমবর্ধমান ভাবে শক্তিশালী করাই হবে এই নতুন বছরের অঙ্গীকার।

১৪ এপ্রিল বাবাসাহেব ভীম রাও আম্বেদকরের জন্মদিন। ওদিন থেকেই কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রান্তরে শুরু হয়েছে দলিত সাহিত্য উৎসব, আজ যার শেষ দিন। উৎসবের প্রথম দিন দলিতচর্চা করেন এমন কয়েকজন লেখককে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সেই তালিকায় আছেন তরুণ গবেষক মিলন রায়, যাঁর বাগদি জাতি বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ ইতিমধ্যেই আগ্রহীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাংলার এই প্রান্তিক জাতির জীবন সংগ্রামের ইতিহাস সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। বাংলার বাগদি জাতি জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন গ্রন্থটি আক্ষরিক অর্থেই সমাজের দলিত নিপীড়িত মানুষদের হয়ে কথা বলে।

লেখক প্রথমেই বাগদিদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, বাগদিদের কথা রয়েছে রিজলের ১৮৯১ সালে প্রকাশিত দ্য ট্রাইব অ্যান্ড কাস্ট অব বেঙ্গল (ভ.১) বইয়ে। মিলন পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদিয়া, হুগলী, মালাদা এবং দুই ২৪ পরগনায় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বাংলার বাগদিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আলোচনা করেছেন বিভিন্ন জেলায় বাগদি সম্প্রদায়ের জন্মবিন্যাস। বাগদিদের প্রসঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। আজও সুন্দরবনে যে-সমস্ত অনার্য প্রটো-অস্ট্রেলয়েড সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন তাদের মধ্যে বাগদি অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়ও বাগদিদের বাসভূমি রয়েছে। বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গার তীরে

একাধিক বাগদি সম্প্রদায়ের বসত দেখতে পাওয়া যায়। একাধিক এই কারণেই বলা যে, বাগদি সম্প্রদায় ন’টি ভাগে বিভক্ত ছিল, যাদের বহু উপসম্প্রদায়ও রয়েছে। বাগদি সম্প্রদায়কে তির্যক বাগদি বা মেঘো বাগদি হিসাবেও অভিহিত করা হয়। মাছ ধরাই ছিল তাঁদের প্রধান জীবিকা। তবে বাংলাদেশে বাগদিদের পেশার ভিন্নতা দেখা যায়। মৎস্যজীবীর পাশাপাশি কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ বা পালকিবাহকের কাজ করেন। আবার অনেকে ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করেন। লেখক এই পূর্বে বাগদিদের পেশার বিভিন্নতার কথা যেমন বলেছেন তেমনই তাঁদের পেশাগত সংকট, পোশাক পরিচ্ছদ, বিচারব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় আদিবাসী সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানান উত্থান-পতন ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের অগ্রগতির ধারা কোথাও প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যে অচল হয়ে আছে, আবার কোথাও তাঁরা নিজেদের সংস্কৃতি হারিয়ে আধুনিক যুগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাগদিদের বর্তমান প্রজন্ম নবীন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছেন, আবার পূর্ব প্রজন্ম চিরাচরিত সংস্কৃতিকে আগলে রাখার চেষ্টা করছেন। সে কাজ সহজ নয়। সমাজের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তো চলতেই থাকে। বাগদি সম্প্রদায়ের ওপরও মতাদর্শভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদারনৈতিক ভাবধারার প্রভাব পড়েছে। এই প্রসঙ্গ ধরে লেখক বাগদিদের ওপর মিশনারি সম্প্রদায়, ব্রাহ্মসমাজ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়, বিশেষ করে



মতুয়াদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাগদি সমাজের বিভিন্ন বিরোধ এবং বিরোধীদের কথাও এসেছে। সেই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে বিশ্বনাথ বাগদি, শোভা সিং, গোবর্দন দিকপতিদের নাম যাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলনে নামতে পিছপা হননি।

যেকোনও সম্প্রদায়ের উত্থানে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কিন্তু এই শিক্ষা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌঁছতে পারা সহজ নয়। সেই প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের উচ্চবর্ণ শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে রাখায় বিভিন্ন সম্প্রদায় শিক্ষা থেকে

মাধ্যমে লেখক যথাযথভাবে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। মহিলাদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে শিক্ষালাভের বিষয়টি লেখক সংযুক্ত করেছেন। কিভাবে বিভিন্ন সময়ের মোকাবিলা করে নারীরা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন সে কথা বইতে আলোচিত হয়েছে।

বাগদিদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা সংস্কৃতির কথাও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। লেখক বাগদিদের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় অনুষ্ঠানগুলোকে দুটি পর্যায়ে দেখিয়েছেন। একটি আচার-অনুষ্ঠানমূলক, অন্যটি ঋতুমূলক। মনসা পূজা, টুঙ্গ, ভাদু, গাজন ইত্যাদি নানান উৎসবের প্রসঙ্গ এসেছে। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে বাগদিদের কথাও আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাসঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসুদের লেখনিতে বাগদিদের কিভাবে দেখানো হয়েছে তা লেখক তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে দলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্যামচাঁদ বাগদি ও বিকাশ বাগদির মতো লেখকের লেখায় বাগদিদের জীবনযাপনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এসেছে বাগদিদের নানান সংকটের কথা। এই সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় কী? রাজনীতির মাধ্যমে কি এই মুক্তি সম্ভব? গ্রন্থের শেষ পর্বে লেখক সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এসেছে বাগদি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের কথা। ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচন থেকে ২০০১ পর্যন্ত বিধানসভায় বাগদিদের প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। সারগীর মাধ্যমে পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস।

গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে দলিত ইতিহাসচর্চার এক আকর গ্রন্থ। বাঁধান আটোসাঁটে, প্রচ্ছদ যথাযথ। শুধু গ্রন্থের শেষে থাকা ছবিগুলো আর একটু স্পষ্ট হলে ভাল হতো। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি শুধু বাগদিদের নয়, সমাজের নিপীড়িত বর্ণিত সব দলিতদের হয়েই কথা বলে। আসলে দেশে দলিতদের অবস্থা তো বিশেষ ভাল নয়। সেপ্টেম্বর ২০২১-র ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এন সি আর বি)-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত বছরের তুলনায় ২০২০ সালে তফসিলি জাতিভুক্ত নাগরিকদের আক্রান্ত হওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দশ শতাংশ। একবিংশ শতকেও দলিতরা নিরাপদে নেই। এনসিআরবি প্রতিবেদন প্রকাশের দু’মাস পরে একটি সিনেমা মুক্তি পায়। ইরুলা জনজাতির এক ব্যক্তির উপর অত্যাচার এবং ঐ ব্যক্তির পরিবারের হয়ে এক আইনজীবীর লড়াইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় জয় ভীম সিনেমা। দেশের একাংশ কিভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে তার ছবিই তো তুলে ধরে সিনেমা বা সাহিত্য। অত্যাচার শেষ কথা বলে না। দলিতদের সংগ্রামে প্রান্তিক মানুষদের আশার আলো দেখায় জয় ভীম-এর মতো সিনেমা, বাংলার বাগদি জাতি জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন-এর মতো বই। দলিত মানুষের সংগ্রামে শক্তি যোগায় এরকম উদ্যোগ। বাংলার বাগদি জাতি জীবনধারা সংগ্রাম ও বিবর্তন মিলন রায় প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২১ প্রকাশক : গার্ভিল, কলকাতা ১১ মূল্য : ৫৫০ টাকা

ভাবছেন, বাংলা নববর্ষে আবার বইমেলায় গল্প কেন? বাংলা খবরের কাগজ জুড়ে তো ক’দিন থেকে শুধু কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় নতুন বছর উদযাপনের গল্প। কলকাতা বইমেলাও তো কবে শেষ হয়ে গেছে। তা ঠিক। তবে কলকাতাতে বাংলা বইমেলা উপলক্ষে বইমেলা হয়ে চলেছে এটাও ঠিক। নববর্ষের দিন শেষ হয়েছে কলেজ স্ট্রোয়ারের বইমেলা। তার পরেই গতকাল শুরু হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কের তালতলা মাঠে আর এক বইমেলা। তবে, কলকাতার এইসব বইমেলায় কথা বলছি না। দিল্লি বইমেলায় কথাও বলছি না। বলছি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় গল্প। এই মেলায় বাংলার এক প্রকাশক হিসেবে এবার যোগ দিতে গিয়েছিলাম, যাদের প্রকাশনার বেশিটা জুড়েই রয়েছে বাংলা বই।

জার্মানি আর বইয়ের কথা ভাবতেই মনে পড়ে গুটেনবার্গের কথা যাঁর হাত ধরে ঘটে মুদ্রণ বিপ্লব। পাণ্ডুলিপিকে খুব কম সময়ের মধ্যে বইয়ে রূপান্তরিত করার সেই শুরু। জ্ঞানকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সেই কাজেরই উত্তরসূরী বোধহয় ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা, এবার যার ছিল ৭৫ বছর। বই বলতে যাদের কথা মনে পড়ে- লেখক, প্রকাশক, প্রচ্ছদশিল্পী, কম্পোজিটর, দপ্তরী, হাল-আমলের সফটওয়্যার ডেভেলপার, কাগজ

বাংলার প্রকাশকের ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা দর্শন

সুরত দাস

পুস্তককারক, মুদ্রক-সবার কাছেই এটি যেন এক তীর্থক্ষেত্র যেখানে শিখতে যেতে হয়, মত বিনিময় করতে হয়, যেখানে মিলিয়ন ডলার প্রকাশক আর সাধারণ প্রকাশক একই গ্রন্থিতে বাঁধা। গল্পগাথা মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই সত্যি যে এই বইমেলায় সবাই সবার সহমর্মী। এই মেলা সাধারণ পাঠকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় পাঠকদের জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। মূল মেলা হলো বই ব্যবসায়ীদের। এখানে বইয়ের সঙ্গে জড়িত এত মানুষ আসেন যে আগে থেকে সময় ঠিক করে না গেলে কারুর সঙ্গেই দেখা করা যাবে না। এই সময় ঠিক করার প্রস্তুতি চলে সারা বছর ধরে। ভারত সরকারের রপ্তানি সহযোগিতা কবার সংস্থা ক্যাপেঙ্গিল-এর বই বিভাগ যখন যোগ্যতা বরাবো ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করার, তখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হল। ভিসার জট কাটিয়ে চললাম ফ্রাঙ্কফুর্ট।

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি আমাদের মুম্বইয়ের মতো। জার্মানির অর্থনৈতিক রাজধানী। সময়টা হেমন্তকাল। যেখানেই তাকাই হরে থরে চিনার গাছের রঙিন পাতা। তবে তার চেয়েও রঙিন হল মেলাস্থল। বিশাল কয়েকটা বাড়ি, তিনতলা জুড়ে কেবল বইয়ের স্টল। সিকিউরিটি চেক

পেরিয়ে আমাদের স্টলে বই রেখে দেখি, নানা সমস্যা লাইট নেই, টেবিল ঠিক নেই। মেলায় যে প্রতিনিধি যোগাযোগ রাখতেন তাকে ই-মেল করলাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর। খানিক সময় পরে স্টল তৈরি হয়ে গেল। কোথায় কী সেমিনার হচ্ছে তা খোঁজ করতে আমি বেরিয়ে পড়লাম। মেলায় এত ধরনের সেমিনার হয় আর সেখান থেকে এত কিছু উপকরণ মেলে যে তা এক বিরাট অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। প্রথমদিন মেলায় ঢুকতে গিয়ে দেখি, দেওয়ালে পোস্টার : সাপোর্ট লোকাল বুক স্টোর। ইউরোপীয় প্রকাশক ও বইবিক্রেতাদের এক সেমিনারে গিয়ে হাজির হলাম। সবাইকে এক বিশেষ ধরনের কানে শোনার যন্ত্র দেওয়া হলো যার মাধ্যমে যেকোনো ভাষায় কেউ বক্তৃতা দিলে তা তখনই ইংরেজি অনুবাদে শোনা যাবে। ক্রোনার আগের অবস্থায় বইবাজার তখনও যেতে পারেনি। এক বক্তা বললেন, প্রকাশকদের কাছে তথ্য থাকা দরকার, যার ভিত্তিতে দেশের সরকারকে প্রকাশকরা বাধ্য করতে পারেন বইয়ের জন্য পদক্ষেপ নিতে। যে সরকার যত প্রগতিশীল তারা তত দ্রুত এই বইয়ের মন্দার বাজার থেকে বেরনোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। সরকারকে বুঝতে হবে



প্রকাশকরা কেবল সাংস্কৃতিক পণ্য তৈরি করেন না, প্রকাশকরা জাতীয় আয়তেও একটা অবদান রাখেন। কত মানুষ এর মাধ্যমে গ্রাসাচ্ছদন করেন। বক্তারা জোর দিয়ে বললেন, স্থানীয় বই বিক্রেতাদের বাঁচান। তাঁরাই প্রকাশকদের বাঁচিয়ে রাখবেন। অনলাইন জায়েন্টদের বিরুদ্ধে তাঁরা দেখলাম খুব সরব। বোঝা গেল, স্থানীয় বইয়ের দোকানকে সমর্থন করার শহরজোড়া পোর্সার এই সমিতির কর্মকাণ্ড ও মেলায় পরিচালকদের সমর্থনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। সেমিনারে গ্রাফ একে দেখানো হলো ক্রোনার সময় অনলাইন বই বিক্রি বেড়েছিল। তবে মানুষ আবার বইয়ের দোকানদের দিকে মুখে ফেরাচ্ছেন। ই-বুক, অডিও বুক-এর গতি বাড়লেও এখনও ইউরোপে কাগজের বইয়ের বাজারই আসল। এইচ পি আয়োজিত আরেকটি সেমিনারে আমেরিকার এক

কাগজ পুস্তককারক বলছিলেন, বইয়ের জন্য মোট কাগজের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ খরচ হয়। সেখানে বক্তারা আলোচনা করছিলেন, যেভাবে কাগজের দাম বাড়ছে তাতে প্রকাশনা শিল্পের ক্ষতি হবে। সেখানেই শুনলাম চিনে কাগজের কোনও সমস্যাই নেই, এই সমস্যা পৃথিবীর অন্য দেশে। তাহলে কি প্রিন্ট অন ডিমান্ড বা পি ও ডি, এক বিকল্প মডেল হতে পারে? যাঁরা ওই সভায় ছিলেন, তাঁরা বললেন পি ও ডি কোনও ব্যবসায়িক মডেল হতে পারে না। কম ছাপালে দাম বাড়বে সেই যুক্তি তো শুনেছি অন্য এক সমস্যা শুনলাম বই কম ছাপালে বইস্টোরগুলোতে দেওয়ার সমস্যা হয়। আমেরিকাতে ট্রাক ড্রাইভারের অভাবে ট্রাক কম চলেছে আর তাই বই অর্ডার হবার পর সেটি পৌঁছাতে অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সময়মত বই ডেলিভারি দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রকাশকদের নাম এতে খরাপ হচ্ছে। ব্যাবসা হচ্ছেই না, উল্টে ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের সেতু প্রকাশনীর স্টল ইন্ডিয়া আমরা ছাড়া বাংলা প্রকাশনী বলতে ছিল দীপ প্রকাশন। তবে বিদেশে ভারতের সবার মধ্যেই একটা সমঝোতা ছিল। মেলায় পাঁচদিন অনেকেই মেলায় এসেছেন। তাঁদের বেশিরভাগই প্রকাশক বা লেখক। পাঁচদিনের মেলায় যেটা সবথেকে ভালো লাগল, আমাদের কিছুই নেই, বইয়ের বিষয় ছাড়া। আমাদের স্টলে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি স্পেস থেকে যোগাযোগ করতে এসেছেন। মেলায় যে ধরনের যোগাযোগ হয়েছে তাতে সামনের দিনগুলোতে অনেক কাজ আমাদের হাতে।

ব্যবসায়িক সম্পর্কের পরে মানবিক সম্পর্কের কথা বলি। ফেসবুক মারফত এক বাঙালি আমাদের আসার কথা জানতে পেরে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে হাজির। ছেলেটির নাম নাদির আর তার দেশের নাম বাংলাদেশ। বইপ্রেমী এই তরুণটি এখন জার্মান নাগরিক। ক্রোনার আগে পর্যন্ত ও এক বাংলা ওয়েবমাগাজিন চালাতো যার দৈনিক পাঠকসংখ্যা ছিল সারা ইউরোপ জুড়ে ১৬০০। সৃজনশীল ছেলেটির তার শহরে যাওয়ার আমন্ত্রণ অভিজ্ঞত করে দিল। আবার মেলায়

মালয়েশিয়ার স্ট্যান্ডে পাবলিশার্স উইদাউট বর্ডার-এর পক্ষে এক পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। এই গ্রুপ, করোনার সময় তৈরি হয়ে। এঁদের জন্যই আমি অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। ওই পার্টিতে গিয়ে আলাপ হল জার্মান নাগরিক এক বাঙালি লেখকের সঙ্গে। বাংলাদেশের এই লেখক জব্বার উপন্যাস লেখেন। জার্মান ভালোই জানেন তবে লেখেন মাতৃভাষা বাংলায়। তারপর সেই লেখা বাংলাদেশে পাঠান। তা ইংরেজিতে অনূদিত ও সম্পাদিত হয়। পরে তা আবার জার্মানিতে ইংরেজি থেকে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। বই উনি নিজে প্রকাশ করেন। বইপ্রকাশের খবর জানান সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্য মাধ্যমে। মানবাধিকার ও ধর্মীয় সনিস্কৃত্য বিষয়ী জব্বার লেখার পাশাপাশি তাঁর লেখা পাঠ করেও উপার্জন করেন। পাশাপাশি অন্য ভাষায় তাঁর বইয়ের স্বল্পও বিক্রি হয়। নিজেই নিজের লেখা বইয়ের প্রকাশক এমন ব্যক্তি এভাবেই জীবনধারণ করেন।

বইমেলা হবে আর সেখানে খাবার থাকবে না তা হয় না, তবে সেসব খাবার চোখেই দেখছি, চোখে দেখিনি দাম যেন পকেটে ছেঁকা দেয়। দাম বাড়ার অন্যতম কারণ যুদ্ধ। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ

ওখানকার মানুষকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। বইমেলায় কর্তারা রাশিয়ার লেখকদের আমন্ত্রণ জানালেও রাশিয়াকে কোনও বইয়ের স্টল করার অনুমতি দেননি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমির জেলেনস্কি একবার ভাষণ দিলেন। ওখানকার নাগরিকদের জার্মানি আশ্রয় দিয়েছে। এই ধরনের রাজনৈতিক বিষয় কম হলেও, মেলায় ছিল। মেলায় বাইরে ইরানের ফতোয়ায় মহিলা হত্যার বিরুদ্ধে পথনটক, গান, পোস্টার ধরে দাঁড়িয়ে থাকা দেখেও ভালো লাগছিল। বইমেলা আর বিক্ষোভ তো এক সূত্রে বাঁধা।

মেলায় শেষদিনে বিভিন্ন স্টল থেকে ক্যাটালগ সংগ্রহ করলাম। সে রত্নরাজি চিরঅক্ষয়। এবারের গেস্ট অফ অনার ছিল স্পেন। স্পেনসহ বিভিন্ন দেশের বইয়ের বৈচিত্র্য দেখে শিখলাম আমাদের অবস্থান ঠিক কোথায়। আর সব দেশ তাদের সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নানা কর্মসূচি নিচ্ছেন। এতে সাংস্কৃতিক বিনিময় ছাড়াও প্রকাশকরা লাভবান হন। আমরাও আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে হাজির করতে পারলে আমাদের নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান-এর কথা বিশ্ববাসীকে আরও বেশি করে জানাতে পারব। ক্ষমতার আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তা কি আজকের ভারতে খুব জরুরি কাজ নয়?

টিকিট না পেয়ে দল ছাড়লেন বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ১৬ এপ্রিল : হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শনিবার। ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই বিজেপি ছালেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ সেট্টার। বিজেপি নেতার অভিযোগ, শুধু যে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি তাই নয়, উলটে অপমানও করা হয়েছে। তাই বিজেপিকে তিনি নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দিতে চান। সেট্টার দল ছাই এবার ভালমতোই ধাক্কা খেতে পারে গেরুয়া শিবির। কর্ণাটকের হুঝলি সেন্ট্রাল কেন্দ্র থেকে ৬ বার বিধায়ক হয়েছেন জগদীশ সেট্টার। একবার কিছুদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীও হন। কর্ণাটকের প্রভাবশালী লিঙ্গায়োতদের অন্যতম বড় নেতা সেট্টার। তিনি



কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ সেট্টার। ফটো : সংগৃহীত।

বিজেপি ছালে গেরুয়া শিবির যে বড়সড় ধাক্কা খেতে পারে, সেটা আগেই মেনে নিয়েছেন সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাঙ্গা। এমনকী সেট্টারকে যাতে টিকিট দেওয়া হয়, সেজন্য হাইকম্যান্ডের কাছে দরবারও করেছেন তিনি। কিন্তু শেষমেশ

হাইকম্যান্ডের মন গলানো যায়নি।দলত্যাগের আগে জগদীশ এদিন বলেন, আমাকে অপমান করা হয়েছে। তাই আমার মনে হয়েছে ওদের চ্যালেঞ্জ করা উচিত। শোনা যাচ্ছে, বিজেপি ছাড়লেও অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন না তিনি। নির্দল টিকিটে

নিজের কেন্দ্র থেকেই লড়বেন। তবে সেট্টারের দলত্যাগ বিজেপির জন্য বিরাট ধাক্কা হতে পারে। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, অন্তত ২০-২৫ আসনে ভাল প্রভাব আছে কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। এদিকে, নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে বোধোদয় হয়েছে বিজেপির। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাঙ্গা এখন বলছেন, হিজাব বা হালাল মাংস নিয়ে বিতর্ক তৈরি করাটা ঠিক হয়নি। এই ইস্যুগুলি নিয়ে অহেতুক বিতর্কের কোনও মানে হয় না। ইয়েদি সাফ বলছেন, এসব আমি সমর্থন করি না। আমার মতে হিন্দু এবং মুসলিমদের একসঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বাস করা উচিত।

মুসলিম-খ্রিস্টানদের আর্থিক বয়কট-র ডাক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের- উত্তেজনা তুল্পে

রায়পুর, ১৬ এপ্রিল : সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় ফুঁসছে কংগ্রেস শাসিত ছত্তিশগড়া। সম্প্রতি, বেমেতারা হিংসার ঘটনায় মুসলিম ও খ্রিস্টানদের দায়ী করে ‘আর্থিক বয়কট’-র ডাক দিয়েছে কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন- বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। যা ঘিরে রাজ্যে নতুন করে অশান্তি আশঙ্কা বাড়ছে।

শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। এ নিয়ে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে, কোনও মামলা রুজু করেনি প্রশাসন। জাতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য হিন্দু জানিয়েছে, গত ৮ এপ্রিল বেমেতারা জেলায় হিংসার ঘটনা ঘটে।

এরপরে, ১০ এপ্রিল, জগদলপুরে সভা করে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের অর্থনৈতিক বয়কটের ডাক দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র একাধিক নেতা- নেত্রী। অন্যদিকে, এই প্রতিবাদ ও বয়কটকে সমর্থন জানিয়েছে আরেক কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন- বজরং দল। জানা যাচ্ছে, হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন বস্তারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ দীনেশ কাশ্যপ ও রাজনীতিবিদ কমল চন্দ্র ভাঙ্গদেও। ভি এইচ পি –র বয়কট সংক্রান্ত ভাষণের ভিডিয়োও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। কীভাবে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বয়কট করতে হবে, সেই রূপরেখা স্পষ্ট করা হয়েছে এদিন। দ্য হিন্দু জানিয়েছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য মুকেশ চন্দক হিন্দু ব্যবসায়ীদের তাঁদের দোকানের সামনে সাইনবোর্ড লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন। সেখানে তাঁরা যে হিন্দু, সেটি স্পষ্ট করতে বলেছেন ওই কট্টরপন্থী নেতা।

অন্যদিকে এই ইস্যুতে পদ্ম শিবিরের কড়া সমালোচনা করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। লাভ জেহাদ’-র নামে বিজেপি পরিকল্পিতভাবে অশান্তি ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ৮ এপ্রিল, দুই কিশোরের মধ্যে মারামারিকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ছত্তিশগড়ের বেমেতারা। এই ঘটনায় প্রাণ হারান ২৩ বছরের ভুনেশ্বর সাছ নামে এক দিন মজুর।

এই অশান্তি ছড়ানো ও খুনের অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে ছত্তিশগড় পুলিশ।

কোলার দাঁড়িয়েই বিজেপিকে তোপ রাখলের আদানি মানেই দুর্নীতি



কর্ণাটকের নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন রাহুল গান্ধি।

ফটো : সংগৃহীত

কোলার, ১৬ এপ্রিল : যেখানে দাঁড়িয়ে মোদি সংক্রান্ত মন্তব্য করেছিলেন, সেই জায়গা থেকেই কর্ণাটকের নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন রাহুল গান্ধি। আর বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে রাহুল বললেন, আদানিরা দুর্নীতিরই প্রতীক। আগামী ১০ মে কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ৫ এপ্রিলই কোলারে সভা করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করার কথা ছিল রাহুলের। কিন্তু কোলার কেন্দ্রের প্রাণী চূড়ান্ত না হওয়ায় সেই সভা বাতিল হয়। আসলে প্রথমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া কোলার কেন্দ্রটিতে লাতে চাইছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সিদ্ধার সেই অনুরোধ রাখেনি। শেষে জেডিএস থেকে

কংগ্রেসে আসা সদানন্দ গৌড়াকে প্রাণী করেছে কংগ্রেস। রাহুলের সফরের ঠিক আগের দিন তড়িঘড়ি প্রাণী ঘোষণা করা হয়। আসলে কোলরে রাহুলকে পাঠিয়ে সহানুভূতি কুড়োতে চাইছিল কংগ্রেস। ২০১৯ সালে এখানেই রাহুল বলেছিলেন, সব মোদিই চোর। এই মন্তব্যের জেরেই দু’বছরের কারাদণ্ড হয় রাহুলের। তাঁর সাংসদ পদও খারিজ হয়। বিজেপি প্রচার করা শুরু করে, সব মোদিকে চোর বলে আসলে দলিতদের অপমান করেছেন কংগ্রেস নেতা। যার জবাব এদিন কোলারে দাঁড়িয়েই দিয়েছেন রাহুল। তিনি বলেছেন, সরকার বারবার ওবিসিদের অপমানের কথা বলে। কিন্তু সরকার কেন জাতিগত সেনসাস

করছে না? কেন বলছে না দেশে তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসির সংখ্যা কত, আর সরকারে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব কত? কোলারের সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, বিজেপি এখানে ৪০ শতাংশ কমিশনের সরকার চালাচ্ছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।

দেশে বিরোধীদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাকে সংসদেও বলতে দেওয়া হয়নি।

সাংসদ পদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির দাবি, কর্ণাটকে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবেই। আর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধিতে সাংসদকে খুন

অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগনের কাকাকে ধরল সিবিআই

অমরাবতী, ১৬ এপ্রিল : প্রাক্তন সাংসদ ওয়াইএস বিবেকানন্দ রেড্ডিকে খুনে অভিযুক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন্মোহন রেড্ডির কাকা ওয়াইএস ভাস্কর রেড্ডিকে গ্রেফতার করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থারটির দাবি, কডপা এলাকায় নিজের প্রভাব বিস্তার করতেই ছেলে অবিনাশ রেড্ডির সঙ্গে এই খুনের ছক কষেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ। রবিবার সকালে ভাস্করের গ্রেফতারের পর সব মিলিয়ে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফটো : সংগৃহীত।



ভাস্কর রেড্ডি-সহ সব মিলিয়ে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফটো : সংগৃহীত।

কথা হয়েছিল। সে সময় সিবিআই তদন্তেরও দাবি করেছিলেন জগন। এই খুনের মামলার তদন্তে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হলেও ২০২০ সালের জুলাইয়ে সিবিআইকে তার দায়িত্বভার দিয়েছিল চন্দ্রবাবু সরকার। পরের বছর ২৬ অক্টোবর এই মামলার চার্জশিট দেয় সিবিআই। এর পর গত বছরের ৩১ জানুয়ারি অতিরিক্ত চার্জশিটও জমা দেয় তারা। চার্জশিটে সিবিআইয়ের দাবি ছিল, কডপা লোকসভা কেন্দ্রের টিকিটের দাবিদার ছিলেন ভাস্কর। এই কেন্দ্রে অবিনাশ রেড্ডির বদলে তাঁর টিকিট না জুটলে তা ওয়াইএস শর্মিলা (জগনের বোন) অথবা ওয়াইএস বিজয়াম্মা (জগনের মা) যাতে টিকিট পান, সে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ওই কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্যই তিনি এই খুন করেন বলেও দাবি সিবিআইয়ের।

ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, খাড়গের ফোন কেজরিওয়ালকে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : পাঞ্জাব, গুজরাট, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এমনকী কর্ণাটকেও সরাসরি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছে আম আদমি পাটি। একাধিক রাজ্যে আপ-কংগ্রেসের ভোট ভাগাভাগীর সরাসরি সুবিধা পাচ্ছে বিজেপি। তা সত্ত্বেও আপ সুপ্রিমো অরবিংদ কেজরিওয়ালকে সিবিআই তলব করতেই তাঁর দিকে সৌজন্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগে। কেজরিওয়ালকে ফোন করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিলেন তিনি। এমনিতে কংগ্রেসের

নেতৃত্বে কোনও ফোরামে যান না কেজরিওয়াল। কিন্তু রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিল হওয়ার পর বৃহত্তর বিরোধী স্বার্থে তিনিও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। সেই বৃহত্তর বিরোধী স্বার্থেই শনিবার কেজরিওয়ালকে ফোন করলেন খাড়গে। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালকে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন ২০২৪ সালে বিজেপিকে হারাতে হলে সংঘবদ্ধ হতে হবে। সিবিআই তলব নিয়ে তাঁর প্রতি সহমর্মিতাও দেখান তিনি।এদিকে, কেন্দ্রের আক্রমণের মোকাবিলায় পাল্টা প্রতি আক্রমণের কৌশল

নিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মোদি সরকার ও তদন্তকারী সংস্থাকে আক্রমণের পাশাপাশি সোমবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন অধ্যক্ষ। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে সিবিআই তলব নিয়ে আলোচনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। রবিবার সিবিআইয়ের সদর দপ্তরে সিবিআইয়ের তরফে হাজিরা দিতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে কেজরিওয়ালকে। শোনা যাচ্ছে, রবিবার যথাসময়ে হাজিরা দেবেন তিনি। কয়েকদিন আগেই জাতীয় দলের তকমা পেয়েছে আম আদমি পাটি। এর ঠিক পরেই কেন্দ্রের

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে আপ সুপ্রিমো বলেছিলেন, আপ জাতীয় দলের মর্যাদা পেয়েছে। এবার সকলে জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকুন। তারপরেই গোয়া পুলিশ ও সিবিআইয়ের তলব নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। প্রতিবাদে সোমবার দিল্লি বিধানসভায় ডাকা হল বিশেষ অধিবেশন। পরিস্থিতি ভাল নয়। এটা নিয়ে অবশ্যই বিধানসভায় আলোচনা হওয়া উচিত। দিল্লি সরকারের নেতারা গোটা অবস্থা নিয়ে কথা বলবেন। জানিয়েছেন আপ বিধায়ক তথা মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ।

বিষমদ কাণ্ডে মৃত বেড়ে ২২ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ৬

পাটনা, ১৬ এপ্রিল : বিহারে বিষমদ কাণ্ডে মৃতের সংখ্যা ২২ ছাড়ালো। ৬ জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী পাটনা থেকে ১৫০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মোতিহারির লক্ষীপুরম পাহাড়পুর এবং হরসিদ্ধি এলাকায়।২০১৬ সালে বিহারে মদ বিক্রি এবং সেবন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল নীতীশ সরকার। কিন্তু এরপর একাধিকবার বিহারে বিষমদ কাণ্ডে

মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন মোতিহারির ঘটনা। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে একটি ট্যাক্সে করে মদ আনা হয়েছিল মোতিহারিতে। সেখানেই চলে মদ বিতরণ। ওই মদ খেয়েই এখনও পর্যন্ত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এই বিষয়ে

পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছি। তুরকাউলিয়াতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সাত জন মদ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত মদ বাজেয়াপ্ত করেছে তারা। আবগারি দপ্তরের অপরাধ দমন শাখা জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হবে। কাউকে ছাড়া হবে না। সমস্ত আইনি পথ অবলম্বন করা হবে। ফরেস্টিকের একটি দল ওই স্থানে গিয়ে সবরকম প্রমাণ সংগ্রহ

করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিহারে মদ নিষিদ্ধ। কিন্তু এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসেই বিহারের সরণে প্রায় ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছিল বিষমদ পান কর্যে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার বলেছিলেন, বিহারে মদ নিষিদ্ধ। তাই গোপনে নকল মদ বিক্রির চেষ্টা চলছে, আর তা খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, মদ খারাপ এবং এটি সেবন করা উচিত নয়।

ষাঁড়ের গুঁতোয় পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এল নাড়িভুড়ি, মৃত্যু যুবকের

পুণে, ১৬ এপ্রিল : পুণেতে ষাঁড়ে টানা গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ষাঁড়ের সিং পেটে ঢুকে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসে যুবকের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। যদিও সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। একটি গ্রামীণ মেলাকে কেন্দ্র করে ষাঁড়ে টানা গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মার্জণ খেলার ফাঁদেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। মেলা বসেছিল পুণে শহরের কাছে তালেগাঁও ধামধেরে বলে একটি জায়গায়। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ষাঁড়ে টানা গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫ বছরের ক্রশাল রাওসাহেব রাউতের। শ্রীকরের রাউতওয়াড়ি এলাকার বাসিন্দা তিনি। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ক্রশাল। দুপুর ১২টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ ক্রশাল ও তাঁর চার সঙ্গী একটি ট্রাকে করে দু’টি ষাঁড় আনেন মেলার মাঠে। ট্রাক থেকে ষাঁড়গুলিকে নামানোর

সময় হয় বিপত্তি। বেখেয়ালে একটি ষাঁড়কে গাড়ি থেকে নামানোর সময় সেটির সিং ঢুকে যায় ক্রশালের পেটে। এর ফলেই পেটের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসে তাঁর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু হয় যুবকের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্রশাল কৃষক পরিবার ছেলে। উপার্জনের জন্য ব্যবসাও করতেন।

শ্রীকরে সমাজকর্মী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। যুবকের মৃত্যুতে এলাকার শোকের ছায়া নেমেছে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মহারাষ্ট্রে ষাঁড়ের গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ হয়েছিল। যদিও ২০২১ সালের এক রায়ে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় শীর্ষ আদালত যুক্তি দিয়েছিল, যদি দেশের অন্য প্রান্তে এই প্রতিযোগিতা চলতে পারে, তবে মহারাষ্ট্রে তা বাদ পড়বে কেন!

জেলায় জেলায়

ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে সরব সদস্যরা

আনসার মোল্লা, ইসলামপুর : পঞ্চায়েত সদস্য দফায় দফায় রানীনগর ১ ব্লকের সদর অভিযোগ তুলেছেন দলীয় ইসলামপুর। এই গ্রাম প্রধান এবং তার স্বামীর জমেছে এই পঞ্চায়েতে ৩০ জনই বিরুদ্ধে। এখন চর্চায় এই তৃণমূলের সদস্য। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে কেবল বিরোধীরাই নয়, খোদ পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতের তৃণমূলের একটা বড় অংশের প্রাক্তন উপপ্রধান তৃণমূলের

সেলিম রেজা অভিযোগ করেন, দুর্নীতির পাহাড় জমেছে এই পঞ্চায়েতে। প্রধান তার স্বামীকে দিয়ে

নজরে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ঠিকাদারি করিয়েছেন সরকারি কাজের। যে কাজের মান অত্যন্ত খারাপ। পাঁচ বছরে যে কাজ হয়েছে সেটা হল পঞ্চায়েতের কাজ থেকে ড অংশের কাটমানি গিয়েছে প্রধান ও তার স্বামীর পকেটে। একসময় স্বামী-স্ত্রী দুজনে সামান্য একটা কাজ করত। বিগত পাঁচ বছর পর এখন তারা প্রচুর সম্পদের মালিক। প্রধান হাসিনা নসরত জানান, আমারও আমার স্বামীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি গুরুত্ব না দিয়ে উল্টে জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্য বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও প্রচুর কাঁচা রাস্তা আছে, বাঁধছে।

বাঁধা জয় করে রেণু লেখা শুরু করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নার্সের সরকারি চাকরিতে যাতে যোগ দিতে না পারেন, সেজন্য রাতে ঘুমন্ত রেণুর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তাঁর ডান হাতের কজি কেটে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্বামী ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে।

সেই পারিবারিক হিংসায় হাত কাটা যাওয়ার প্রায় ১০ মাস পরে, বাঁধাকে জয় করে কৃত্রিম হাত পেয়ে আবার লেখা শুরু করলেন পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের রেণু খাতুন। শুক্রবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে তাঁর কৃত্রিম হাত জোড়া হয় এবং সেইদিনই সেই হাতে লিখতে পেরেছেন বলে জানা যায়। বর্ধমানের সরকারি নার্সিং কলেজে কর্মরত রেণু সাংবাদিকদের জানান, একটা লড়াই শেষ হল। যাঁরা আমার পাশে থেকেছেন, তাঁদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ।

নার্সের সরকারি চাকরিতে যাতে যোগ দিতে না পারেন, সেজন্য রাতে ঘুমন্ত রেণুর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তাঁর ডান হাতের কজি কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল স্বামী ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। ছয় অভিশ্রুজ্ঞের মধ্যে রেণুর স্বামী শের মহম্মদ এখন জেল হেফাজতে রয়েছেন। বাকিরা

গেট খোলার দাবিতে আইআইটি'র অধ্যাপকদের বিক্ষোভ



খড়গপুর আইআইটি'র অধ্যাপক ও কর্মীদের পথ অবরোধের এক দৃশ্য। ফটো : সংগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাধারণত আইআইটি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও আন্দোলন সংগঠিত করে না অধ্যাপক-কর্মীরা। কিন্তু খড়গপুর আইআইটি কলেজের অধ্যাপক ও কর্মীরা তা করে দেখালেন।

করোনার সময় থেকে বন্ধ হয়ে থাকা প্রতিষ্ঠানে একটি গেট খোলার দাবিতে পথে বসেন শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর আইআইটি'র অধ্যাপকরা। করোনা সংক্রমণের সময় আইআইটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের মূল গেট ছাড়া সব গেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে বাকি গেট খোলা হলো এবং প্রেমবাজারের গেটটি খোলা হয়নি। ফলে, আইআইটি'র সঙ্গে

প্রেমবাজার, সোসাইটি এলাকার সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। অথচ এই প্রেমবাজার সোসাইটি এলাকাতেই বসবাস করেন বহু অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কর্মীরা। ওই সব এলাকা থেকে আসেন আইআইটি'র অধ্যাপকদের আবাসনে কর্মরত পরিচারিকা, মালিরা। ঘুরপথে তাঁদের নানা কাজে আইআইটিতে পৌঁছতে হচ্ছে। তাই ওই গেট খোলার দাবি দীর্ঘদিনের। তা পূরণ না হওয়ায় এ দিন প্রেমবাজার গেটের সামনে অবস্থানে বসে আইআইটি'র শিক্ষক সংগঠন। সংগঠনের সম্পাদক ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক করবী বিশ্বাস বলেন, শুধু আমরা নয়, আমাদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, অধ্যাপক,

ছাত্ররা পর্যন্ত এই অবস্থানে সামিল হয়েছেন। এখন যখন সবকিছু স্বাভাবিক, তাহলে এই গেট কেন খোলা হবে না? কর্তৃপক্ষ যে সুরক্ষার অভ্যুত্থান দিচ্ছে তা ভিত্তিহীন। তাই আমরা প্রতীকী অবস্থান করে যৌথ কর্মিটি গড়ার পথে এগোচ্ছি। এর পরেও গেট না খুললে লাগাতার অবস্থান করব। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে আইআইটি'র রেজিস্ট্রার তমাল নাথ বলেন, এ ভাবে অধ্যাপক-কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবস্থান করতে পারেন কি না জানা নেই। কোন অনুমতিতে তাঁরা এসব করছেন সেটাও জানি না। তবে গেটের সঙ্গে নিশ্চয়ই সুরক্ষার কারণ জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর
পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ
দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা
সুনীল মুঙ্গী
তৃতীয় সংস্করণ
দাম : ২০০.০০ টাকা


বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান
(চতুর্থ খণ্ড)
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও তানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দাম : ৪৫০.০০



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী		
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	: নিকলাই ইভানভ	৭০.০০
দর্শন		
দার্শনিক লেনিন	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০
ইতিহাস		
ইতিহাসের ধারা	: সুশোভন সরকার	৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও		
রামের অযোধ্যা	: রামশরণ শর্মা	৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ইতিহাস		১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা	: সুনীল মুঙ্গী	২০০.০০
সাহিত্য		
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি		২৫০.০০
রবীন্দ্র সাহিত্য		
রবীন্দ্র ভাবনা		
নির্বাচিত প্রবন্ধ	: তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০
কাব্যগ্রন্থ		
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	:	২৫০.০০
বিজ্ঞান		
রাসায়নিক মৌল কেমন করে		
সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল	: ড. ন. ত্রিফোনভ ড. দ. ত্রিফোনভ	২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান	: মঞ্জুকুমার মজুমদার, তানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)	
CAA, NRC, NPR	: ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন	
মানছি না	: ড. বি. কে. কঙ্গো	
বিজেপির স্বরূপ	: এ. বি. বর্ধন	
(পরিবর্তিত সংস্করণ)		



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner
Rs. 55.00

Somenath Lahiri Collected Writings :
Rs.15.00

Rise of Radicalism in Bengal
in the 19th Century : Satyendranath Pal
Rs. 190.00

Peasant Movement in India
19th-20th Centuries : Sunil Sen
Rs. 90.00

Political Movement in Murshidabad
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta
Rs. 85.00

Forests and Tribals : N. G. Basu
Rs. 70.00

Essays on Indology
Birth Centenary tribute to Mahapandita
Rahula Sankrityayana :
Editor. Alaka Chattopadhyaya
Rs. 100.00



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩

বিঘাটিতে কৃষিজমির মাটি কাটা রুখে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাতের অন্ধকারে ভদ্রেশ্বরের বিঘাটি পঞ্চায়েতের বিঘাটি মৌজার বিভিন্ন কৃষিজমি থেকে মাটি কেটে পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। একটি কৃষি জমি থেকে এক কোপ মাটি কাটা মানে, তার আশপাশের জমি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে চাষিদের। অনেক ক্ষেত্রে, মাটি কাটার সময়ে জমি থেকে বালিও উঠেছে। তা ট্রাক্টরে তুলে পাচার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। এলাকাবাসী আগেই জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার থেকে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পালাড়া গ্রামের একটি বড় জমি থেকে মাটি কাটা বন্ধ করে দিয়েছেন। ব্লক (সিদ্ধুর) ভূমি দফতর থেকে অবশ্য মাটি কাটা রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দফতরের এক অধিকারিক বলেন, কৃষিজমি থেকে বালি তোলা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। মাটি কাটা ও বহন করার জন্য প্রশাসনের অনুমতি না থাকলে সেটাও বে-আইনি। ওই জায়গায় তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিঘাটি পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক পাকিরা বলেন, এলাকার চাষিদের তরফে এখনও কোনও অভিযোগ পাইনি। কৃষিজমির মাটি কাটার অনুমতি দেওয়া হয় ভূমি দফতর থেকে। চাষিদের কাছ থেকে নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।



এভাবেই কৃষিজমির মাটি কেটে নিচ্ছে মাফিয়ারা। ফটো : সংগৃহীত

বিঘাটি মৌজার পাড়পাড়া-সহ কয়েকটি এলাকার কৃষিজীবীদের দাবি, বিনা অনুমতিতে এতদিন মাটি ও বালি তোলার কাজ চলছিল। গত বৃহস্পতিবার এ নিয়ে প্রশ্ন করলেও মাটি-কারবারিরা ভূমি দফতরের কোনও বৈধ অনুমতিপত্র দেখাতে পারেনি। তাই রাতের অন্ধকারে মাটি ও বালি তুলে অন্যত্র পাচার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে মাটি-মাফিয়ারা এই মৌজায় বাগান ও চাষের জমিতে থাকা বসিয়েছে। ওই সব জমি থেকে এমনভাবে গভীর করে মাটি কাটা হচ্ছে যে, এর ফলে পাশের জমিতে ধস নামার আশঙ্কা থাকছে। সেখান থেকে বালি তুলেও পাচার করা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে রাতের অন্ধকারে মাটি ও বালিতোলা বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক। যে জমির মাটি কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মাটি-মাফিয়াদের অনেক দূর পর্যন্ত হাত। চাষের স্বার্থে সকলকে একসঙ্গে রুখে দাঁড়াতে হবে। না হলে এই এলাকায় চাষাবাদ বন্ধ হয়ে যাবে। ধানজমিতে জল দাঁড়াবে না। জলের অভাবে আনাজ চাষও বন্ধ হয়ে যাবে। প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।



রেণু খাতুন

জামিনে মুক্ত। জেলাশাসক (পূর্ব বর্ধমান) প্রিয়ান্কা সিংলা এদিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রেণুর কৃত্রিম হাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের তহবিল থেকে সে জন্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কৌস্তভ নায়ক বলেন, কৃত্রিম হাত জোড়ার আগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে সব কাজই করতে পারবেন রেণু। হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন বিভাগের প্রধান ক্ষেত্রমাধব দাশ বলেন, চিকিৎসার মাধ্যমে রেণুর ডান হাতের অবশিষ্ট অংশকে আধুনিক কৃত্রিম হাতের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। প্রতিস্থাপনের পরে আমার কাছে বসে সেই হাতে কলম ধরে তিনি লিখেছেন। তবে চিকিৎসা এখনও চলবে। রাজা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, রেণুর কৃত্রিম হাতের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সুপারিশ করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ। পারিবারিক হিংসা রোধের মুখ হিসেবে রেণুকে আমরা সংবর্ধনা দেব। ঘটনার পরে রেণু বাঁ হাতে লেখা অভ্যাস করেছিলেন। এ দিন তিনি বলেন, হাত প্রতিস্থাপনের আগে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। ডান ও বাঁ, দু'হাতেই এখন লিখতে পারছি।

গ্রাম বাংলার চড়ক মেলা ও শারীরিক কসরত প্রদর্শনী

আব্দুল অলিল : বাঙালি হিন্দুদের নববর্ষের আগে চৈত্র মাসের শেষ দিন অথাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপুজো বা শিবের উপাসনা করে। ওই দিন সূর্য মীন রাশি ত্যাগ করে মেঘ রাশিতে প্রবেশ করে। এই উপলক্ষে গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে চড়ক মেলা বসে, যা চলে পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত। মেলাতে বিভিন্ন শারীরিক কসর প্রদর্শনী ও মনোরঞ্জনের জন্য লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয়। বাঙালি হিন্দুদের প্রচলিত ধারণা

কর্তব্য সাধন করেন। এই উৎসব যারা পালন করেন তাঁদের সন্ন্যাসী বলা হয়। গৈরিক পোশাক পরিধান করে এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ একমাস, ১৫ দিন, ১০ দিন নানাপ্রকার কষ্টসাধন করে এই ব্রত পালন করেন। দিনের শেষে সন্ধ্যার পর ধুনো ধরিয়ে শিবের মন্ত্র যপ করেন। অনেকে আবার শিব মন্দিরের চারিদিকে নৃত্য করে ঘুরতে থাকে। চৈত্র মাসে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে বিশেষ করে

সতিাই চড়ক মেলায় সন্ন্যাসীরা তাঁদের পিঠে বড়শি ফুটিয়ে, জিতে শিক ফুটিয়ে বীভৎস সব শারীরিক কসরত করে দেখাতো। সেই পুরনো বা সনাতনী প্রথা মেনেই চড়ক মেলার দৃশ্য দেখা গেল পয়লা বৈশাখ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ ব্লকের ফকির গ্রামের নবযুব শান্তির মাঠে। এখানে সন্ন্যাসীরা পিঠে বড়শি ফুটিয়ে চারচাকা গাড়ি টানতে, বাঁশের চক্রে ঘুরতে, জিতে শিক ফোটাতে দেখা যায়।



বর্ষ চক্র ঘুরে একটি বছর শেষ হয়। সেই সঙ্গে সূচনা হয় নববর্ষের। একটা বছরের বিদায় আর একটা বছরের আগমন। উভয় সময়কে ঘিরে যে উৎসব হয় তা চড়ক উৎসব নামে পরিচিত। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসবের সঙ্গে শিবের গাজন বা শিবপূজার অনুষ্ঠান হয়। বহুস্থানে হয় বাঁপ। বাঁপ আবার তিনরকম শব্দের অর্থ 'চক্র'। যে স্থানে চড়ক পুজো বা মেলা হয় সেখানে একটা লম্বা বাঁশের মাথায় তরাজুর দাঁড়ির আকারে দন্ত বাঁধা হয়। এই দন্তকে বলা হয় চড়ক গাছ। এটা ঘুরপাক খায়, তাই অনেকে একে ঘূর্নন উৎসব বলেন। আবার অনেকে বলেন ধর্মচক্র। হিন্দুদের অনেকেই ঘুরাইয়া ধর্মচক্রের প্রবর্তনের

দরিদ্র ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের অনেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে। হিন্দু – মুসলমান নির্বিশেষে সব বাড়িতে ঘুরে ঘুরে চাল, পয়সা সংগ্রহ করে। পুজাদি অবশ্যকৃত্য শেষ করে শিব ভক্তি বা মহাদেবের আরাধনায় মেতে উঠেন। উঁচু বাঁশের উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েন। একে বলা হয় বাঁপ। বাঁপ আবার তিনরকম বুল বাঁপ, কাঁটা বাঁপ এবং বাঁটি বাঁপ। বাঁশের তলায় খড়ের গাদা থাকে তার উপর লোহার পেরেক, বাঁটি, কাঁটা প্রভৃতি পোতা থাকে, তার উপর বাঁপিয়ে পড়ে। লোহার অস্ত্রগুলো বাঁকানো থাকে বলে দেহে প্রবেশ করতে না পারলেও বিপদের ঝুঁকি থাকে। এগুলো এখন প্রতীকী হিসাবে দেখানো হয়। কিন্তু প্রাচীনকালে সতি

এই ধরনের অমানবিক কষ্টসাধন শারীরিক কসরত দেখে মানুষ হতবাক। শোনা গেছে ওই মাঠে সাত বছর ধরে চড়ক মেলা এবং এইভাবে অমানবিক শারীরিক কসরতের প্রদর্শন হয়ে আসছে। সন্ন্যাসী নিশিকান্ত ব্যাপারি সাংবাদিকদের জানান এই শারীরিক কসরত করতে কষ্ট তো হয়ই, তবুও মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য ভোলানাথের আরাধনা করে এই দৃশ্য তাঁরা করে থাকেন। তিনি জানান তাঁদের দলে ২০-২২ জন সন্ন্যাসী আছেন। বাড়ি নদীয়া জেলার দত্তকুলিয়া অঞ্চলে। নীল পুজোর পর থেকে পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় চড়ক মেলায় গিয়ে এইভাবে শারীরিক কসরত করে দেখান।

ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য আমদানিতে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির নিষেধাজ্ঞা

ওয়ারশ, ১৬ এপ্রিল : পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি শনিবার প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেনের কাছ থেকে শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানি নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। তারা বলছে, স্থানীয় কৃষি খাতের সুরক্ষায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাদের বাজারে এসব পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহের কারণে দাম পড়ে যাওয়ায় স্থানীয় কৃষকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইউক্রেন হতাশা জানিয়ে বলেছে, একতরফাভাবে নেওয়া কঠোর পদক্ষেপে পরিস্থিতির কোনো সুরাহা হবে না।ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত অন্য দেশগুলোয় উৎপাদিত শস্যের চেয়ে ইউক্রেনে উৎপাদিত শস্য তুলনামূলক সস্তা। রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযানের কারণে কৃষসাগরের কিছু বন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপুল পরিমাণ ইউক্রেনীয় শস্য ইউরোপের মধ্যাঞ্চলের দেশগুলোর বাইরে যেতে পারছিল

না। এতে এসব দেশে পণ্যের সরবরাহ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় পণ্যের দাম কমে যেতে থাকে। আর তাতে স্থানীয় কৃষকদের ওপর এর প্রভাব পড়ে। গত মাসে ইউরোপীয় কমিশনকে ইউরোপের ওই অঞ্চলের দেশের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়, শস্য, তেলবীজ, ডিম, পোলট্রি ও চিনির মতো গণ্যগুলোর সরবরাহ নজিরবিহীন মাত্রায় বেড়েছে। ইউক্রেনের কৃষিজাত গণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এখন শুষ্কের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

পোল্যান্ডে বছরটি নির্বাচনের বছর। আগে থেকেই সেখানে অর্থনৈতিক স্থবিরতা চলছে। পাশাপাশি খাদ্যপণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহের বিষয়টি ক্ষমতাসীন দল ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টিকে (পিআইএস) দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। পিআইএসের নেতা জারোল্ন কাচজিনস্কি দলীয় এক সমাবেশে বলেন, রবিবার সরকার একটি

বিধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আওতায় পোল্যান্ডে শস্যসহ আরও বিভিন্ন ধরনের পণ্যের প্রবেশ ও আমদানি নিষিদ্ধ হবে। শস্য থেকে শুরু করে মধু পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের গণ্য এ তালিকায় থাকছে। ইউক্রেনের খাদ্য ও কৃষিনীতিমালা–বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলছে, পোল্যান্ডের নিষেধাজ্ঞাটি দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান চুক্তির বিরোধী। ইস্যুটির সমাধানে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে তারা। মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, পোল্যান্ডের কৃষকেরা যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি। তবে ইউক্রেনের কৃষকেরা এ মুহূর্তে যে সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছেন, তার ওপর জোর দিচ্ছি আমরা। পরে হাঙ্গেরিও এ নিষেধাজ্ঞার কাতারে যোগ দেয়। তারাও বলে, স্থানীয় কৃষকদের ক্ষতির কথা বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তবে

ইউক্রেনের শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা কবে থেকে কার্যকর হবে, তা হাঙ্গেরি উল্লেখ করেনি। তারা বলছে, আগামী জুনের শেষ নাগাদ এর মেয়াদ শেষ হবে।জারোল্ন কাচজিনস্কি বলেন, একনিষ্ঠ বন্ধু ও মিত্র হয়ে আমরা ইউক্রেনের পাশে আছি এবং থাকব। আমরা তাদের সমর্থন দেব। তবে নিজস্ব নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করাটা যেকোনো বিবেচনায় সব দেশের, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের, ভালো কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কাচজিনস্কি আরও বলেন, শস্যের ইস্যু নিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে পোল্যান্ড প্রস্তুত আছে। হাঙ্গেরি সরকার বলেছে, তাদের আশা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যায় থেকে বিধিতে পরিবর্তন আনা হবে। পাশাপাশি ইউক্রেনীয় পণ্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক বাদ দেওয়ার বিষয়টিও পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

পাকিস্তানের ধর্ম সংক্রান্ত মন্ত্রী আবদুল শাকুর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত



পাকিস্তানের ধর্মমন্ত্রী আবদুল শাকুর।

 ফটো : টুইটার থেকে নেওয়া

ইসলামাবাদ, ১৬ এপ্রিল : সড়ক দুর্ঘটনায় পাকিস্তানের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী মুফতি আবদুল শাকুর নিহত হয়েছেন। শনিবার রাজধানী ইসলামাবাদে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইফতারির কিছু আগে মন্ত্রী আবদুল শাকুর স্থানীয় একটি হোটেল থেকে সচিবালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় দুর্ঘটনা ঘটে। এক টুইট বার্তায় পুলিশ জানিয়েছে, মন্ত্রী আবদুল শাকুরের গাড়িতে একটি টয়োটা হিলাক্স রেভো ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর মন্ত্রীকে উদ্ধার করে স্থানীয় পলি ক্লিনিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মন্ত্রীর গাড়িতে ধাক্কা মারা গাড়িতে পাঁচজন ছিলেন। তাঁদের সবাইকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। হাসপাতালের বাইরে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে ইসলামাবাদের পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আকবর নাসির খান বলেন, আবদুল শাকুর নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। আইজিপি বলেন, এ ঘটনার তদন্ত চলছে। গাড়ি ও এর চালককে হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং অন্য গাড়ির আহত যাত্রীরা চিকিৎসাধীন।

মেক্সিকোতে ওয়াটার পার্কে বন্দুকধারীর হামলা, নিহত ৭

মেক্সিকো সিটি, ১৬ এপ্রিল : মেক্সিকোর মধ্যাঞ্চলের একটি ওয়াটার পার্কে শনিবার হামলা চালিয়েছেন বন্দুকধারীরা। এতে এক শিশুসহ ছয়জন নিহত হয়েছে। হামলার ঘটনায় পার্কে থাকা লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছায়ে পড়ে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে। স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায়, হামলার ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তারা পার্কে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী, তিনজন পুরুষ ও সাত বছর বয়সী একটি শিশুর লাশ দেখতে পায়। এ ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছে। ওয়াটার পার্কটি মেক্সিকোর গুয়ানাজুয়াতো রাজ্যে অবস্থিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজ্যটিতে মাদক সংক্রান্ত সহিংসতা বেড়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়, বন্দুকধারীরা রবিবার স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটায় লা পালমা সুইমিং রিসোর্টে উপস্থিত হয়। তারা সরাসরি একদল লোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে গুলি চালায়। চলে যাওয়ার আগে তারা ঘটনাস্থল থেকে নিরাপত্তা ক্যামেরা নিয়ে যায়। স্থানীয় একটি সংবাদ ওয়েবসাইটে ঘনি়নার একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিওটি ধারণ করেছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। ভিডিওতে দেখা যায়, পার্কের ভেতর থেকে ঘন ঘোঁয়া বের হচ্ছে। কিছু মানুষ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ছে। আবার অনেকে গুলি থেকে বাঁচার জন্য দৌড়াচ্ছে। মেক্সিকোর অন্যতম প্রধান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক টিডি অ্যাজটেকারের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, পার্কে থাকা লোকজনের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। মেক্সিকোর স্কুলগুলোতে বসন্তকালীন ছুটির শেষ দিন ছিল রবিবার। এদিনই এ হামলার ঘটনা ঘটল। ওয়াটার পার্কটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের পাশেই অবস্থিত। হামলার পরে সামরিক বাহিনী ও রাজা পুলিশের সদস্যরা দল বেঁধে ঘটনাস্থলে যান।

দুবাইয়ে ভবনে আগুন লেগে ১৬ জনের মৃত্যু

আবুধাবি, ১৬ এপ্রিল : সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে একটি আবাসিক ভবনে আগুন লেগে ১৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯ জন। দুবাইয়ের পুরোনো অংশের আল–রাস এলাকায় শনিবার দুপুরে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ এলাকায় মূলত অভিবাসী শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা থাকেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪ জন ভারতীয়, ৩ জন পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এক

বিবৃতিতে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, ভবনের যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষাব্যবস্থার অভাবে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, পাঁচতলা আবাসিক ভবনের চারতলায় আগুন লাগে। খবর পাওয়ার ছয় মিনিটের মধ্যে ১২টা ৪১ মিনিটে ফায়ার জুরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

আল–রাস এলাকাটি শহরের সোনা ও মসলার মার্কেটের পাশে। পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান এটি। দুবাই



পাঁচতলা আবাসিক ভবনের চারতলায় আগুন লাগে।

 ফটো : রয়টার্স

সুদানে ক্ষমতার লড়াই : ৫৬ অসামরিক ব্যক্তি নিহত

খার্তুম, ১৬ এপ্রিল : সুদানে সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট কোর্সের (আরএসএফ) মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে অন্তত ৫৬ জন বেসামরিক ব্যক্তির নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। শনিবার দেশটির সামরিক বাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। সুদানের চিকিৎসকদের একটি সংগঠন বলেছে, বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে সহিংসতায় অন্তত ৫৬ অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া সংঘর্ষে বেশ কিছু সামরিক সদস্য নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হাসপাতালে চিকিসাধীন ছিলেন। চিকিৎসকদের সংগঠনটি আরও বলেছে, সহিংসতায় কমপক্ষে ৫৯৫ জন আহত হয়েছেন। সংঘাতে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের তিন কম্বী রয়েছেন। দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের কাবকাবিয়া এলাকার একটি সামরিক ঘাঁটিতে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় তাঁরা নিহত হন। সুদানের রাজধানী খার্তুমে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, সেনা সদর ও রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গতকাল দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ

হয়। সংঘর্ষে রাজধানীতে ১৭ অসামরিক নাগরিকসহ ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে চিকিৎসকদের সংগঠনটি। সুদানের গণতন্ত্রে ফেরার একটি প্রস্তাব নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে চলা উত্তেজনা এখন সংঘাতে রূপ নিল। সেনাবাহিনী ও আরএসএফ উভয়ই দাবি করেছে, তারা রাজধানী খার্তুমের বিমানবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। তবে এসব স্থানে রাতভর লড়াই চলছিল। রবিবার ভোরে খার্তুমসংলগ্ন ওমদুরমান ও নিকটবর্তী বাহরি শহরে ভারী কামানের গোলার শব্দ শোনা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী পোর্ট সুদান শহরেও গোলাগুলি হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, সামরিক উড়োজাহাজগুলো আরএসএফের ঘাঁটিতে হামলা চালাচ্ছে। দেশটির বিমানবাহিনী রবিবার রাতে সাধারণ মানুষকে তাদের বাড়িতে অবস্থান করতে বলে। পুরো পরিস্থিতি বুঝতে তারা রাতে আকাশ থেকে আরএসএফের

কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে। রাজধানী খার্তুমের বাসিন্দারা বিরিসিকে তাঁদের আতঙ্ক ও ভয়ের কথা জানিয়েছেন। এক অধিবাসী বলেছেন, তাঁর পাশের বাড়িতেই গুলি চালানো হয়েছে। ২০২১ সালের অক্টোবরের একটি অভ্যুত্থানের পর থেকে সামরিক জেনারেলরা সুদান পরিচালনা করছেন। এই জেনারেলদের নেতা সেনাপ্রধান আবলেে ফাতাহ আল–বুরহান। উপনেতা আরএসএফের প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালো ওরফে হেমেদতি। এই দুটি পক্ষের মধ্যেই এখন লড়াই চলছে। জেনারেল হেমেদতি বলেছেন, সব সেনাঘাঁটি দখল না করা পর্যন্ত তাঁর সেনারা লড়াই চালিয়ে যাবেন।

জবাবে সুদানের সশস্ত্র বাহিনী বলেছে, আরএসএফ বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনা নয়। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন ও রাশিয়া অবিলম্বে এ লড়াই বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। বুরহান ও হেমেদতির সঙ্গে কথা বলেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি তাঁদের সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।


 অভ্যুত্থানচেষ্টার জেরে সুদানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আধা সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। ফটো : এএফপি

যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ করা উচিত যুক্তরাষ্ট্রের : লুলা

ব্রাসিলিয়া, ১৬ এপ্রিল : ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধে উসাহ দেওয়া বন্ধ করে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে শান্তি আলোচনার কথা বলা। একই সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও (ইইউ) শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা শুরু করা প্রয়োজন।

চিন সফররত লুলা গতকাল শনিবার বেইজিংয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের বলেন, যুদ্ধে উসাহ দেওয়া বন্ধ করা দরকার যুক্তরাষ্ট্রের। তাদের শান্তির কথা বলা প্রয়োজন। ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও শান্তি আলোচনা নিয়ে কথা বলা শুরু করতে হবে



ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা। বেইজিং, চিন, ১৪ এপ্রিল।

 ফটো : রয়টার্স

যাতে করে আমরা পুতিন এবং জেলেনস্কিকে বোঝাতে পারি যে আমাদের সবার স্বার্থেই এখন শান্তি আলোচনা জরুরি। লুলা জানিয়েছেন, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে তাঁরা ইউক্রেন প্রসঙ্গে সমমনা নেতাদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠনের বিষয়ে

আলোচনা করেন। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়া লুলা বলেন, আমার একটি তত্ত্ব আছে যেটা আমি ইতিমধ্যে ফ্রান্সের মার্কো, জার্মানির ওলাফ শলজ ও জো বাইডেনের কাছে তুলে ধরেছি। রবিবার সি চিন পিংয়ের সঙ্গেও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। শান্তি

প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজতে ইচ্ছুক দেশগুলোকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করা দরকার। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি শান্তি আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করে বলে আসছেন, পুতিন ক্ষমতায় থাকাকালে শান্তি আলোচনা সম্ভব নয়।গত শুক্রবার লুলা বেইজিং সফরে যান। চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করতেই বেইজিংয়ে তিনি। লুলা চিন–ব্রাজিল সম্পর্ক মেরামত করতে চান। কারণ তাঁর পূর্বসূরী জইর বলসোনারোর সময় দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোনে শুরু হয়েছিল। লুলা টানাপোনের অকসান ঘটিয়ে চীনের সঙ্গে মিত্রতা চান।

মার্কিন নথি ফাঁস : গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে দুই অভিযোগ

ওয়াশিংটন, ১৬ এপ্রিল : যুক্তরাষ্ট্রের অতি গোপন গোয়েন্দা নথি ফাঁসের ঘটনায় গ্রেপ্তার জ্যাক টাশোরার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে। শুক্রবার দেশটির ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোল্‌স্টন শহরের একটি আদালতে গুপ্তচরবৃত্তি আইনের অধীনে অভিযোগগুলো আনা হয়। শুক্রবার সকালে কারাগারের পোশাকে আদালতে হাজির করা হয় ২১ বছর বয়সী জ্যাক টাশোরাকে। তাঁর হাতে ছিল হাতকড়া। আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ দুটি হলো, জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক তথ্য অবৈধভাবে নিজের কাছে রাখা ও ছড়িয়ে দেওয়া এবং গোপন তথ্য ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক নথিপত্র অনুমোদন ছাড়া সরিয়ে নেওয়া। প্রথম অভিযোগটি প্রমাণিত হলে টাশোরার সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। অপরদিকে দ্বিতীয় অভিযোগের পরিণতি হতে পারে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। বৃহস্পতিবার টাশোরাকে ম্যাসাচুসেটসের নর্থ দিগটন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব নথি ফাঁসের অভিযোগ আনা হয়েছে, সেখানে ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিভিন্ন ম্পর্কাকতর বিষয়ে মার্কিন গোপন তথ্য রয়েছে। এসব তথ্য ফাঁসের ঘটনায় বেকায়দায় পড়েছে ওয়াশিংটন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এমন গোপন নথিগুলো আসলেই কতটা সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন

কয়েদিকে জীবন্ত খেল হারপোকা–পোকামাকড়

ওয়াশিংটন, ১৬ এপ্রিল : ছোটখাটো অপরাধের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক লানশ থম্পসনের কারাদণ্ড হয়েছিল। বিচারক মানসিক অসুস্থ বিবেচনা করায় আর্টলান্ডার ফুলটন কাউন্টি কারাগারের মনোরোগ সেলে রাখা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কারাকক্ষে নির্মম মৃত্যু হয়েছে থম্পসনের। পোকামাকড় ও ছারপোকা তাঁকে জীবিত খেয়ে ফেলেছিল। থম্পসনের পারিবারিক আইনজীবী এ অভিযোগ করেছেন। থম্পসনের পারিবারিক আইনজীবী মাইকেল ডি হারপার কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন। এতে দেখা যায়, ছারপোকায় খাওয়া থম্পসনের ক্ষতবিক্ষত শরীর। এ ঘটনার ফৌজদারি তদন্ত দাবি



মনোরোগ ওয়ার্ডের এ কক্ষে লানশ থম্পসনকে রাখা হয়েছিল।

 ফটো : সংগৃহীত

করেছেন তাঁর আইনজীবী। মামলা দায়েরের বিষয়টি বিবেচনাধীন বলেও জানিয়েছেন তিনি। এক বিবৃতিতে হারপার বলেন, পোকামাকড় ও ছারপোকা জীবিত খেয়ে ফেলার পর কারাগারের নোংরা একটি কক্ষে থম্পসনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। থম্পসনকে কারাগারের যে কক্ষে

রাখা হয়েছিল, তা কোনো অসুস্থ জীবের জন্য উপযুক্ত নয়। এমন পরিণতি তাঁর প্রাপ্য ছিল না। ইউএসএ টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফুলটন কাউন্টির মেডিকেল নিরীক্ষকের রিপোর্টে বলা হয়, গ্রেপ্তারের তিন মাস পর গত ১৯ সেপ্টেম্বর থম্পসনকে তাঁর কারাকক্ষে অচেতন অবস্থায়

দিল্লির দুর্দশার জন্য ঘুরিয়ে সৌরভকে বিঁধলেন শাস্ত্রী!

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দিল্লি ক্যাপিটালসের। নিজেদের পাঁচ ম্যাচের পাঁচটিতেই হেরেছে তারা। শুধু হেরেছে বললে ভুল হবে, সেভাবে লড়াই করার মতো জায়গাতেও পৌঁছাতে পারেনি। দিল্লির এই বেহাল দশা নিয়ে এবার ঘুরিয়ে প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রী।

চলতি মরসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট হিসাবে যোগ দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যদিকে দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচের পদে রয়েছেন রিকি পন্টিং। ডাগ-

আউটে বিশ্ব ক্রিকেটের তাবা দুই মস্তিষ্ক থাকা সত্ত্বেও দলের পারফরম্যান্স বিশ্রী। শাস্ত্রী বলছেন, খেলায় একটা দল হারতেই পারে। লড়াই শেষে কেউ হারবে, কেউ জিতবে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু দিল্লি যেভাবে গোহারা হারছে, সেটা অন্য ব্যাপার। প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়াতেই পারছে না ওরা। এরপরই ঘুরিয়ে সৌরভকে নিশানা করেছেন শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, ওই ডাগআউটে এমন দু'জন বসে রয়েছে যারা হারতে পছন্দ করে না। তাদের মধ্যে এক জন রিকি পন্টিং। অন্য জন ডেভিড ওয়ার্নার। ওরা সব সময় জেতার চেষ্টা করে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সৌরভের নাম

ওই জেতার মানসিকতার মানুষগুলির মধ্যে নেননি শাস্ত্রী। এরপর আবার ঘুরিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করে বলেছেন, প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি হয়তো ভেবেছিলেন ওনার জন্য এটা খুব সহজে উপরে ওঠার সিঁড়ি হতে চলেছে। অর্থাৎ শাস্ত্রীর বক্তব্য, সৌরভ হয়তো দিল্লির কাজটা সহজ ভেবেছিলেন, কিন্তু সেটা যে সহজ নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেল। উল্লেখ্য, সৌরভ এবং শাস্ত্রীর বিবাদ একেবারেই নতুন নয়। সৌরভ তখন ক্রিকেট উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, শাস্ত্রী ভারতীয় দলের ম্যানেজার, তখনই বিবাদের সূত্রপাত। বছরের পর বছর ধরে সেই বিবাদ চলেই যাচ্ছে।

শততম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নতুন মাইলফলক স্পর্শ বাবরের



করাচি, ১৬ এপ্রিল : প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৮৮ রানে হারিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। দেশের হয়ে ১০০তম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ফেললেন পাক অধিনায়ক বাবর আজম। এই ম্যাচেই মহেন্দ্র সিং ধোনির একটি রেকর্ড স্পর্শ করলেন বাবর।

ধোনির নেতৃত্বে ভারত ৪১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতেছিল। পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসাবে বাবরও ৪১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জয় পেলেন। দেশের হয়ে ১০০টি ২০ ওভারের ম্যাচ খেললেও ২৮ বছরের ব্যাটার পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৬৭টি ম্যাচে। অর্থাৎ, পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসাবে ৬৭টি ম্যাচ খেলে ৪১টিতে জয় পেলেন বাবর। অন্য দিকে ধোনি মোট ৭২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় দলকে। সেই হিসাবে পাঁচটি কম ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে ধোনির নজির স্পর্শ করলেন বাবর।

অধিনায়ক হিসাবে সব থেকে বেশি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জেতার ক্ষেত্রে ধোনি এবং বাবর রয়েছেন যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে। এই তালিকায় যুগ্ম ভাবে শীর্ষে রয়েছেন আফগানিস্তানের আসগার আফগান এবং ইংল্যান্ডের ইয়ন মর্গ্যান। শনিবার দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচেও পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দিলে শীর্ষে উঠে আসবেন বাবর। তার পর আর একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতলে অধিনায়ক হিসাবে সব থেকে বেশি ম্যাচ জেতার নজির গড়বেন তিনি। আফগান এবং মর্গান দেশের অধিনায়ক হিসাবে ৪২টি করে ম্যাচ জিতেছিলেন। আফগান ৫২টি এবং মর্গ্যান ৭২টি ২০ ওভারের ম্যাচে নিজদের দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

হারের পরে স্লো খেলার সাফাই দিলেন রাহুল

মোহালি, ১৬ এপ্রিল : লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক কে এল রাহুল শনিবার ম্যাচ হারের পর বলেছেন যে, তাঁর দল ব্যাটিং করার সময়ে পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করতে পারেনি এবং ১০ রান মতো কম করে। যার খেসারত নিজেদের ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ২ উইকেটে ম্যাচ হেরে দিতে হয়।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে লখনউ নির্দিষ্ট ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৯ রান করে। যার মধ্যে রাহুল সবোচ্চ ৭৪ রান করে। কিন্তু পঞ্জাব কিংস লক্ষ্যে তাড়া করতে নেমে তিন বল বাকি ম্যাচ পকেটে পুড়ে ফেলল।

ম্যাচের পরে রাহুল বলেছেন, শিম্কা। জিতেশ শর্মা কে আউট আমি মনে করি আমরা শেষের দিকে প্রায় ১০ রান কম করেছি।

শিশিরের প্রভাব ছিল এবং এটি ব্যাটারদের (পিবিকেএস) একটু বেশি সাহায্য করে। আমরা বল হাতেও ভালো কিছু করতে পারিনি। তিনি যোগ করেন, যদি দু'জন ব্যাটার মাঠে নামে, ভালো নক খেলত, তবে আমরা হয়তো ১৮০-১৯০ করতে পারতাম। যেমন মেয়ার্স, পুরানরা দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে ভালো খেলেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আজ, কিছু ব্যাটার ভালো শট মারতে গিয়েই বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ আউট হয়ে যায়। সেই ব্যাটাররা কিছু রান করলে, স্লোর অনারকম হতে পারত। তবে এটি খেলারই অঙ্গ। আমাদের কাছে এটা শিক্ষা। জিতেশ শর্মা কে আউট করার জন্য তাঁর দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে রাহুল বলেন, আমি যখন মাঠে

থাকি তখন আমি সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি বলটা দেখি এবং ক্যাচের জন্যও বাঁপাই। রাহুল বলেন, দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের আলাদা ভূমিকা রয়েছে। তাঁর মতে, আমাদের দলে ৭-৮ জন ব্যাটার আছে এবং তার মধ্যে কয়েক জনই বাউন্ডারি হাঁকানোর মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। অন্যদের আলাদা দক্ষতা রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ভূমিকা পালন করি এবং এটিই দলকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। পুরান এবং স্টেইনিস, মেয়ার্সরা পাওয়ার হিটার। আগ্রাসী ভাবে খেলো। এবং আমাদের কয়েক জনকে পরিস্থিতি মূল্যায়ণ করে এগোতে হয়।

শনিবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রাহুলের ৭৪ (৫৬ বলে) ছাড়া লখনউয়ের বাকিরা সে ভাবে রানই

করতে পারেননি। মেয়ার্স ২৩ বলে ২৯ রান করেন। ত্রুপাল পাণ্ডিয়া ১৮ রান (১৭ বলে) করে। মার্কাস স্টেইনিস ১১ বলে ১৫ করেন। বাকিরা কেউ দুই অঙ্কের ঘরেই পৌঁছাননি। পাঞ্জাবের স্যাম কারান ৩ উইকেট নেন। ২ উইকেট নেন কাগিসো রাবাদা।

এ দিকে ১৬০ রান তাড়া করতে নেমে সিকান্দার রাজার ৪১ বলে ৫৭ রান, ম্যাথু শর্টের ২২ বলে ৩৪ রান, শাহরুখ কানের ১০ বলে ২৬ রান, হরপ্রীত সিং-এর ২২ বলে ২২ রানের হাত ধরে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাঞ্জাব। ৩ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে ১৬১ করে পঞ্জাব কিংস। লখনউয়ের যুধবীর সিং, মার্ক উড এবং রবি বিস্বোই ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

পুরনো তিজতার জের, ম্যাচ শেষে হাতও মেলালেন না সৌরভ-কোহলি!



বেঙ্গালুরু, ১৬ এপ্রিল : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিরাট কোহলির তিজতা কি এখনও মেটেনি? এক-দেড় বছর আগে কোহলির অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে যে মুঘলপর্ব শুরু হয়েছিল, তার বেশ কি এখনও রয়ে গিয়েছে? এখনও কি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিরাট কোহলির সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি? শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালস এবং আরসিবি ম্যাচের পর ফের সেই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

শনিবার বেঙ্গালুরুতে দিল্লিকে ২৩ রানে হারানোর পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে করমর্দন পর্যন্ত করতে চাইলেন না প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। সৌরভ এই মুহূর্তে দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট। তাঁর ফ্রান্ডাইজির সমশ্রুতা ভাল যাচ্ছে না। ৫ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিই হেরেছে দিল্লি। শনিবার বিরাটদের

বিরুদ্ধে হারের পরও তিনি বিপক্ষের ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছা জানাতে ফান। আরসিবি অধিনায়ক ফাফ ডু'প্লেসিসের সঙ্গে হাত মেলাতেও দেখা যায় সৌরভকে। কিন্তু ফাফের পরই লাইনে ছিলেন বিরাট। ভাইরাল ভিডিও'য় দেখা গিয়েছে, সৌরভ বা বিরাট কেউই কারও দিকে হাত মেলাতে এগিয়ে যাননি। সৌরভ বাকি সকলের সঙ্গে হাত মেলালেও বিরাটের হাতে হাত ছোঁয়ননি। যদিও ব্যাপারটি ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত সেটা স্পষ্ট নয়। আবার সৌরভ না বিরাট কে কাকে উপেক্ষা করলেন সেটাও অস্পষ্ট।

যদিও নেটিজেনরা বলতে শুরু করেছেন, পুরনো তিজতার জেরেই একে অপরকে এড়িয়ে গিয়েছেন দুই মহাতারকা। যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল বছর দেড়েক আগে, কোহলির

ওয়ানডে অধিনায়কত্ব চলে যাওয়া নিয়ে। টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর কোহলি বলেছিলেন যে, তিনি ওয়ানডে ক্যাপ্টেন্সি চালিয়ে যেতে চান। কিন্তু বোর্ড তাঁকে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলে দেন, বিরাটকে বারণ করা হয়েছিল টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব ছাড়তে। কিন্তু তিনি শোনেননি। যার পর নির্বাচকদের মনে হয়েছে, সাদা বলের ক্রিকেটে দু'জন অধিনায়ককে নিয়ে চলা সম্ভব নয়।

কিন্তু পরে কোহলি সাংবাদিক বৈঠকে বলে দেন, বোর্ড একবারও তাঁকে বলেনি টি-টোয়েন্টি অধিনায়কত্ব না ছাড়তে। শুধু তাই নয়, তাঁর ওয়ানডে অধিনায়কত্ব যে যাচ্ছে, সেটাও নাকি জানানো হয় দল নির্বাচনের দিন মাত্র ঘণ্টা দোকে আগে। প্রকারান্তরে তৎকালীন বোর্ড প্রেসিডেন্টকে মিথ্যাবাদী বলে দেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সে নিয়ে বোর্ডের অদ্বৈত মুঘলপর্ব শুরু হয়ে যায়। তারপর যদিও একাধিকবার সৌরভ বিরাটের প্রশংসা করেছেন। তবে বিরাটের তরফে সেই সৌজন্য দেখা যায়নি। শনিবারও সেটা দেখা গেল না।

এনসিএতে রিহ্যাব শুরু করবেন বুমরা, অস্ত্রোপচার করাতেই হচ্ছে শ্রেয়সকে

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল : জসপ্রীত বুমরা এবং শ্রেয়স আইয়ারের চোট ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের চোটের কী পরিস্থিতি, কী হতে চলেছে, সবটাই যেন ঘোঁষাশা ছিল। অনেক প্রাক্তন এবং ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ এরকম ঘোঁষাশা রাখার জন্য ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত শনিবার বিসিসিআই এই দুই তারকার চোট সম্পর্কে বিস্তারিত আপডেট দিয়েছেন।

বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে, বুমরা শীঘ্রই বেঙ্গালুরুর জাতীয় আকাদেমিতে রিহ্যাব শুরু করে দেবেন। অস্ত্রোপচারের ছয় সপ্তাহ পর রিহ্যাব শুরু করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। অস্ত্রোপচারের পর অবশ্য এখন আর যন্ত্রণাও নেই

বুমরাহের। তাই আগামী শুক্রবার থেকেই এনসিএ-তে রিহ্যাব শুরু করবেন তিনি। এমনটাই জানিয়েছে বিসিসিআই। ভারতীয় দলের এই তারকা পেসার যাতে ওডিআই বিশ্বকাপের আগে সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, সেই চেষ্টাই অনবরত করছে বোর্ড। তবে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে রাজি নন বিসিসিআই কর্তারা। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দলের বাইরে বুমরাহ। এশিয়া কাপ, টি-২০ বিশ্বকাপ, বর্ডার-গাবাসকর ট্রফি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ মিস করেছেন বুমরাহ। খেলতে পারেননি ২০২৩ আইপিএলও। রিহ্যাব শুরু করে দিলেও, কবে তিনি মাঠে ফিরবেন, তা নিয়ে

জোর জল্পনা রয়েছে। বুমরাহ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও খেলতে পারবেন না। তবে বিসিসিআই বুমরাহের ক্ষেত্রে ফোকাস করেছে, শুধুমাত্র ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপকে। তার আগে তারকা পেসারকে সুস্থ করে তুলতে চাইছে তারা। আর সেই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহ থেকে। বুমরাহের মতোই পিঠের চোট নিয়ে ভুগছেন শ্রেয়স আইয়ার। তাঁকে প্রথমেই অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হননি। তবে শনিবার বিসিসিআই যে আপটেন্ট দিয়েছেন, তাতে অস্ত্রোপচার করাতেই হচ্ছে শ্রেয়সকে। প্রথম শ্রেয়স অস্ত্রোপচার রাজি না হওয়ায়, কলকাতা নাইট রাইডার্স আশা করেছিল,

আইপিএলে পরের দিকে সম্ভব তাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন অস্ত্রোপচার করাতে হলে, কবে তিনি মাঠে ফিরবেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। তবে শ্রেয়স ইতিমধ্যেই আইপিএল থেকে তো ছিটকে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল থেকেও ছিটকে গিয়েছেন। আসলে পিঠের চোট কাবু শ্রেয়সের অস্ত্রোপচার হবে আগামী সপ্তাহে। এর পর সপ্তাহ দুয়েকের জন্য চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। তার পর এনসিএতে রিহ্যাব শুরু করে দেবেন শ্রেয়সও। বোর্ডের আশায় রয়েছে, বুমরাহ এবং শ্রেয়স- দুই তারকাই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওডিআই বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে।

প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আইপিএলে অভিষেক অর্জুনের, নাইটদের বিরুদ্ধে নেই রোহিত

মুম্বাই, ১৬ এপ্রিল : ঘরের মাঠ ওয়াংখেডোতে প্রতীক্ষার অবসান। মুম্বাইয়ের জার্সি গায়ে আইপিএলে অভিষেক ঘটল অর্জুন তেঙুলকরের। কেকেআরের বিরুদ্ধে রোহিতহীন মুম্বাই দলের প্রথম একাদশে ঢুকে পড়লেন শচীনপুত্র।

আইপিএল আসে, আইপিএল যায়। কিন্তু নেট বোলিং করে আর ডাগআউটে বসেই থাকতে হয় অর্জুন তেঙুলকরকে। শেষ দুটি টুর্নামেন্ট এভাবেই কেটেছে। এবার জশপ্রীত বুমরাহ না থাকায় অর্জুনের প্রথম একাদশে সুযোগের সম্ভাবনা আরও জোড়ালো হয়েছিল। কিন্তু ৩০ লক্ষ টাকা র বিনিময়ে মুম্বাই শিবিরে ঢুকেও গত চার ম্যাচে ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি তারা। অবশেষে নাইটদের বিরুদ্ধে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

ম্যাচে নিজদের দেশকে নেতৃত্ব পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের প্রথম একাদশ ঘোষণা হতেই সোশ্যাল

মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং অর্জুন। শতাব্দীর ছেলের অভিষেকে উচ্ছ্বসিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। টুইট করে অভিনন্দন জানান তিনি। লেখেন, নিশ্চিতভাবেই শচীন আজ দারুণ খুশি হবেন। তবে অর্জুনের অভিষেকের দিন অর্থাৎ রবিবারীয় ওয়াংখেডোতে নেতৃত্ব নেই রোহিত শর্মা। পেটের সমস্যার জন্য তাঁকে বাদ দিয়েই প্রথম একাদশ সাজানো হয়। তবে সাবস্টিটিউটদের তালিকায় রয়েছেন হিটম্যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদব।

এদিকে ডব্লিউপিএ মুম্বাই দলের মহিলারা যে জার্সি পরে খেলেছিলেন, সেই ডিজাইনের জার্সি আজ গায়ে চাপিয়ে মাঠে নামেন ঈশান কিশানরা। এ দেশে খেলাকেও যে মহিলারা কেরিয়ার হিসেবে ভাবতে পারেন, তা প্রচার করতেই এই অভিনব উদ্যোগ।

এশিয়ান কাপের আগে দুটো স্পেশাল

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা। তা সে মহিলা ফুটবলারদের নূনতম ভাতা বৃদ্ধি করা হোক কিংবা ঘরোয়া লিগ এবং আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে আন্তর্জাতিক ফুটবলারদের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো। সবকিছুতেই সাহসী পদক্ষেপ করেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। কার্যনির্বাহী বৈঠকের পর জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের আগে পর্যন্ত কঠিন ক্রীড়াসূচির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ভারতীয় ফুটবল দলকে। জুন মাসে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ থেকে যাত্রা শুরু করবে ভারতীয় দল। বৈঠক শেষে এমনটাই জানিয়েছেন ফডারেশনের মহাসচিব সাজি

প্রভাকরণ। ১৯৬০ থেকে ৮০ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতীয় দলের ক্রীড়াসূচিতে অন্যতম টুর্নামেন্ট ছিল মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়া মেরডেকা কাপ। ফের এই বছর সেই কাপ হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে চলতি বছর ব্যাংককে কিংস কাপ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। আগামী বছরের একেবারে শুরুতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান কাপ। আর সেই টুর্নামেন্টে ফাইনালে খেলার জন্য ভারতীয় দল কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত করছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ফেডারেশনের মহাসচিব বলেন, ‘আমরা এই বছরের জুন মাসে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ খেলব। এর সঙ্গে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলবে ভারতীয় পুরুষ দল। তারপরে ব্যাংককে কিংস কাপ

খেলবে। তারপর অক্টোবরে মেরডেকা কাপ খেলব। এশিয়ান কাপের আগে এক মাসের জন্য আমরা শিবির করতে পারি। তবে সেই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।’ ২০১৩ সালের পর থেকে বন্ধ ছিল মেরডেকা কাপ। এই বছর ফের তা শুরু হচ্ছে। ভারত যে মেরডেকা কাপ খেলতে ইচ্ছুক সেই বিষয়ে আগেই জানিয়ে রেখেছিল তারা। এই বিষয়ে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলেন, ‘আমি মালয়েশিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি সঙ্গে একটি বৈঠক করেছিলাম। আমি তখন তাকে অনুরোধ করি যদি তারা এই টুর্নামেন্ট শুরু করে। তাহলে খেলতে ইচ্ছুক হবে। কারণ এটা খুব জনপ্রিয় একটা টুর্নামেন্ট। ওরা এই বছর ফের টুর্নামেন্টটি শুরু করছে ভারতকে

আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে।’ অন্যদিকে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন একটি নতুন প্রোজেক্টের কথাও ঘোষণা করেছে। প্রোজেক্ট ডায়মন্ড নামের এই প্রকল্পের সাহায্যে অনেক ফুটবলার তুলে আনা যাবে। আইএসএল, আই লিগে খেলা ক্লাবগুলি এতে সাহায্য করবে ফুটবল ফেডারেশনকে। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঘরোয়া লিগে খেলতে পারবে না কোনও বিদেশি ফুটবলার। দেশের ফুটবলারদের বেশি প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে তারা। এদিকে, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ভারতীয় ফুটবলারদের গুরুত্ব এবং সপ্রা়ই লাইন বাড়াতে এ বার থেকে কলকাতা লিগ এবং গোয়ার প্রো লিগে খেলানো যাবে

টুর্নামেন্ট খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল

না বিদেশি ফুটবলার। এই দু'টি রাজ্যের লিগ ভারতীয় ফুটবলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে এই দুই রাজ্যের ফুটবল লিগ বিদেশিহীন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এআইএফএফ। শুধু দুই রাজ্যের লিগ নয়, আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনও বিদেশিহীন হতে চলেছে। পিটিআই-এর খবরানুযায়ী এমনই ঘোষণা করেছেন ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। মূলত ভারতীয় ফুটবলারদের গুরুত্ব বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত কল্যাণের। এতে আখেরে ছোট দলগুলি লাভবান হবে। বিশেষ করে কলকাতা লিগের ক্ষেত্রে যে সমস্ত টিমগুলি লড়াই করে প্রিমিয়ার ডিভিশন খেলে, তাদের হাল খুবই খারাপ। নুন আনতে পান্ডা ফুরায় দশা। অনেক ক্লাব বিদেশির কোটাও

পুরণ করতে পারে না। বড় দলগুলো ভালো বিদেশি নামিয়ে বাড়তি সুযোগ পেয়ে যায়। যে কারণে ছোট ক্লাবগুলির জন্য এই সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তবে এই নিয়ম নতুন মরসুম থেকেই কার্যকর হবে কিনা, সেই সম্পর্কে আপাতত কিছু জানা যায়নি। তবে এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য আখেরে ফলপ্রসূই হতে চলেছে বলে মনে করছে ভারতীয় ফুটবল মহল।

এর আগে কল্যাণ আইএসএলের অবনমন নিয়ে তৎপর হন। শুধু দলের অবনমন নয়। আইলিগ জয়ী দলকে আইএসএল খেলার সুযোগ দিতে হবে। ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল আইএসএল। এত দিন পর্যন্ত দলগুলি লড়াই করেছে শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে

নিয়ে। অবনমন বাঁচানোর চিন্তা করতে হয়নি তাদের। আগামী মরসুম থেকে সেই চিন্তাও করতে হবে। আইএসএলকেই ভারতের এক নম্বর লিগের স্বীকৃতি দিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সুযোগ পায়। যেমন এ বার লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সেই সুযোগ পাবে মুম্বই সিটি এফসি। আটটি দলকে নিয়ে শুরু হয়েছিল আইএসএল। দলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১টি। তবু কোনও দল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলে সরাসরি আইএসএল খেলার সুযোগ পেত না এত দিন। আবার আইএসএলের শেষ দলকে নেমে যেতে হত না আই লিগে। আগামী মরসুম থেকে আর তেমন হবে না। লিগের

পর্যেন্ট তালিকায় শেষ স্থানে থাকলে পরের মরসুমে খেলতে হবে আই লিগ। অন্য দিকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে আইএসএল। যেমন এ বার আই লিগ জয়ী রাউন্ড গ্লাস পঞ্জাব এফসি আগামী মরসুমে সরাসরি আইএসএল খেলার সুযোগ পাবে। যদিও তাদের আর্থিক শর্ত পূরণ করতে হবে। আর এই বিষয়টিতে রয়ে গিয়েছে জটিলতা। এই শর্ত অনুযায়ী, পুরো টাকা না দিতে পারলে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলেও আইএসএলের দরজা নাও খুলতে পারে। উদ্যোগের এই জায়গাটির সমাধান চান ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। সে জন্যই তাঁর নির্দেশ, কী ভাবে ওপেন লিগ হবে, তা নিয়ে আলোচনা করুক সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি।